বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৩-১৪

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৩-১৪

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

www.cabinet.gov.bd

মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট অনুবিভাগ
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়
সেপ্টেম্বর ২০১৪

মুখবন্ধ

সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে তাদের কার্যাবলি সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা লাভ এবং সরকারি কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। বার্ষিক প্রতিবেদন স্বতঃপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশেরও একটি কার্যকর মাধ্যম। এ প্রেক্ষাপটে বিগত বছরসমূহের ধারাবাহিকতায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরের কার্যাবলির ওপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

২। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নীতি নির্ধারণ, নীতির বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যাবলির সমন্বয় সাধনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব, যেমন মন্ত্রিসভা গঠন, মন্ত্রিসভার সদস্যগণের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন, মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠান, মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহ গঠন/পুনর্গঠন, মন্ত্রিসভা ও মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের অর্থ-বছরভিত্তিক বার্ষিক প্রতিবেদন বিষয়ক কার্যাবলি এ বিভাগ পালন করে থাকে। এছাড়া বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সাধারণ প্রশাসন পরিচালনা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত। তদুপরি দেশে সুশাসন সংহতকরণ এবং প্রশাসন ব্যবস্থার সংস্কার ও মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার সর্বত্র সম্প্রসারণের মাধ্যমে ই-গভর্ন্যান্স প্রতিষ্ঠার সমন্বয় ও পরিবীক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওপর অর্পিত হয়েছে।

৩। এ প্রতিবেদনে সংক্ষেপে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিভিন্ন অধিশাখার কর্মপরিধি এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে ও আয়োজনে ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক, এসব বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন-অগ্রগতি, মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত আইন ও বিধিসমূহ, চলমান প্রকল্প, কর্মসূচি এবং সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। এ প্রতিবেদনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গঠন-কাঠামো, কর্মপরিধি ও কর্মবিন্যাস সম্পর্কে ধারণার পাশাপাশি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সন্নিবেশ করা হয়েছে। প্রতিবেদনটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ তথা সরকারের ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দলিল ও তথ্যসূত্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

৪। সম্প্রতি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কার্যক্রমে কিছু নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের প্রতিবেদনে এগুলির প্রতিফলন থাকবে বলে আশা করা যায়।

৫। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশনার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই।

(মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়		পৃষ্ঠা
১.০	**মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পরিচিতি**		১
২.০	**মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস**		৩
৩.০	**মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রধান প্রধান কার্যাবলি**		৪
৪.০	**মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মবন্টন**		৫
	অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ		
	৪.১	আইন অধিশাখা	৫
	প্রশাসনিক সংস্কার ও বাস্তবায়ন অনুবিভাগ		
	৪.২	প্রশাসনিক সংস্কার, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং অধিশাখা	৫
	৪.৩	প্রশাসনিক উন্নয়ন অধিশাখা	৬
	৪.৪	আইসিটি অধিশাখা	৭
	মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট অনুবিভাগ		
	৪.৫	মন্ত্রিসভা অধিশাখা	৮
	৪.৬	রিপোর্ট ও রেকর্ড অধিশাখা	৯
	প্রশাসন ও বিধি অনুবিভাগ		
	৪.৭	প্রশাসন অধিশাখা	১০
	৪.৮	বিধি ও সেবা অধিশাখা	১২
	৪.৯	পরিকল্পনা ও বাজেট অধিশাখা	১৩
	জেলা ও মাঠ প্রশাসন অনুবিভাগ		
	৪.১০	জেলা ও মাঠ প্রশাসন অধিশাখা	১৫
	৪.১১	জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি অধিশাখা	১৭
	কমিটি ও অর্থনৈতিক অনুবিভাগ		
	৪.১২	কমিটি ও অর্থনৈতিক অধিশাখা	১৮
৫.০	**২০১৩-১৪ অর্থ-বৎসরে অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকসমূহ**		১৮
	৫.১	মন্ত্রিসভা-বৈঠক	১৮
	৫.১.১	মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	১৮
	৫.২	মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহের বৈঠক	১৯
	৫.২.১	সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	১৯
	৫.২.২	অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	১৯
	৫.২.৩	জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	১৯
	৫.২.৪	মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহের বিগত তিন বছরের বৈঠক	২০
	৫.৩	অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক	২০
৬.০	**২০১৩-১৪ অর্থ-বৎসরে প্রণীত ও সংশোধিত গুরুত্বপূর্ণ আইন ও বিধি**		২৪
	৬.১	বিধি	২৪
৭.০	**২০১৩-১৪ অর্থ -বৎসরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি**		২৪

ক্রমিক	বিষয়		পৃষ্ঠা
	৭.১	জাতীয় পর্যায়ে সম্পাদিত এবং বিভিন্ন সমন্বয়ধর্মী কার্যাবলি	২৪
	৭.২	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে সম্পাদিত কার্যাবলি	৪০
	পরিশিষ্ট-০১: ২০১৩-১৪ অর্থ-বৎসরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাগণের তালিকা		৪৩
	পরিশিষ্ট-০২: ২০১৩-১৪ অর্থ -বৎসরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে র প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ (KPI)		৪৯
	পরিশিষ্ট-০৩: ২০ ১৩-১৪ অর্থ -বৎসরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে র আওতাধীন প্রকল্প/কর্মসূচি সম্পর্কিত তথ্য		৫০

১.০ মন্ত্রিপরিষদ বিভা গের পরিচিতি

১.১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভাকে সাচিবিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালে মন্ত্রিপরিষদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (Ministry of Cabinet Affairs)-এর একটি বিভাগ হিসাবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গঠন করা হয় । মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণাধীন উক্ত মন্ত্রণালয় পরবর্তী কালে মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয় নামে অভিহিত হয় । ১৯৭৫ সালে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের আওতায় এবং ১৯৮২ সালের প্রথম দিকে পুনরায় মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয়ের আওতায় ন্যস্ত করা হয়। ১৯৮২ সালে সামরিক আইন জা রির পর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের সচিবালয়ের আওতায় ন্যস্ত করা হয়। ১৯৮৩ সালে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ পুনরায় রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের আওতায় ন্যস্ত হয়। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার স ঙ্গে স ঙ্গতি রেখে ১৯৯১ সালে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রশাসনিক বিভাগ হিসাবে বর্তমান মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গঠিত হয়।

১.২ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দে ওয়ার জন্য এবং সরকারের অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন নীতি নির্ধারণে এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় সমস্যাসমূহের নিষ্পত্তি ও মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মকা ডের সমন্বয় সাধনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত সরকারের কর্মকা ণ্ড বাস্তবায়নে বিভিন্ন সমন্বয়ধর্মী পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে, যার প্রভাব সরকারের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত হয়।

১.৩ মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দের নিয়োগ, শপথ, অব্যাহতি, দপ্তর ব ণ্টন ও মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দের মধ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব অর্পণ; সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ -মন্ত্রীর পদমর্যাদা প্রদান; মাননীয় প্রধান বিচারপতির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা ইত্যাদি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রধান দায়িত্ব । মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিগণের পারিতোষিক ও সুবিধাদি সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন ও সংশোধন সম্পর্কিত কার্যাবলি; জাতীয় পতাকা বিধি, জাতীয় স ঙ্গীত বিধি, জাতীয় প্রতীক বিধি, Warrant of Precedence এবং Rules of Business প্রণয়ন, সংশোধন ও প্রয়োজনে এগুলির ব্যাখ্যা সংক্রান্ত কার্যাবলি; মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মব ণ্টন; মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিগণের প্রটোকল সংক্রান্ত নির্দেশমালা; মন্ত্রিসভার সদস্যগণের সেবামূলক কার্যাদি; রাষ্ট্রীয় তোশাখানার ব্যবস্থাপনা ও তদারকি; জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন, স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান, মহান মুক্তিযুদ্ধে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য বিদেশি ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা প্রদান, জাতীয় শোক দিবস পালন ইত্যাদি বিষয়সমূহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মপরিধির আওতাধীন । মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সমরপুস্তক, বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা অধ্যাদেশ ও বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বিধি প্রণয়ন, বিতরণ এবং নিরাপদ হেফাজত সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়।

১.৪ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সরাসরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সাচিবিক সহায়তা প্রদান এ বিভাগের মূল দায়িত্ব। মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা করাও এ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব । এ ছাড়া, জনপ্রশাসনের মানোন্নয়ন ও সুশাসন কৌশল প্রণয়ন, নিকার সভা অনুষ্ঠান; নিকার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি অনুসরণ; বিভাগ, জেলা, উপজেলা, থানা ইত্যাদির সীমানা নির্ধারণ; নতুন বিভাগ/জেলা/ উপজেলা/থানা সৃষ্টি; জেলাসমূহের কোর ভবনাদি নির্মাণের স্থান নির্বাচন -ইত্যাদি কার্যাবলি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতাধীন।

১.৫ জনপ্রশাসনের মানোন্নয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও সরকারি দপ্তরের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির বাস্তবায়ন এবং বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনার সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করে থাকে। এ বিভাগ কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ে উদ্ভাবন

কার্যক্রম উৎসাহিতকরণ, পাইলটিং সম্প্রসারণ ও সমন্বয় এবং সরকারি দপ্তরের উত্তম চর্চাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং সেগুলি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণের দায়িত্ব পালন করে।

১.৬ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৩(২) অনুচ্ছেদ এবং Rules of Business, 1996-এর rule 16(vi) অনুযায়ী প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পর জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের সূচনায় এবং প্রত্যেক ইংরেজি ব ছর জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে র সূচনায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণ প্রণয়নপূর্বক অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিসভা -বৈঠকে উপস্থাপন, Rules of Business, 1996-এর rule 25(1) অনুসরণে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মাসিক কার্যাবলির প্রতিবেদন সঙ্কলন/প্রণয়ন এবং Rules of Business, 1996-এর rule 25(3) অনুসরণে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের অর্থ-বছরভিত্তিক বার্ষিক কার্যাবলির প্রতিবেদন স ঙ্কলন/প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অপরাপর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

১.৭ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে বিভিন্ন জাতীয় কমিটি, মন্ত্রিসভা কমিটি, সচিব কমিটি, নির্বাহী কমিটি ও বিশেষ কমিটি গঠন ও পুনর্গঠন করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাচিবিক সহায়তায় প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার) -এর সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নিম্নবর্ণিত স্থায়ী প্রকৃতির মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে:

- সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি;
- অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি; এবং
- জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি।

এ কমিটিগুলিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে গঠিত অস্থায়ী প্রকৃতির মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহকেও সাচিবিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

১.৮ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বিভিন্ন বিষয়ে গঠিত জাতীয় কমিটি, বিশেষ করে সচিব কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। এছাড়া মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নিম্নবর্ণিত স্থায়ী প্রকৃতির সচিব কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে:

- প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি;
- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটি;
- ন্যাশনাল মনিটরিং কমিটি (এনএমসি);
- জেলা সদরে কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স কমিটি;
- নতুন উপজেলা, থানা ও তদন্তকেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটি; এবং
- আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ কর্তৃক চাঁদা প্রদান সংক্রান্ত সচিব কমিটি।

২.০ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস

২.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো (TO&E) অনুযায়ী অতিরিক্ত সচি বের সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ১টি আইন অধিশাখা এবং ৫টি অনুবিভাগের অধীনে ১১টি অধিশাখা ও আইন অধিশাখাসহ ১২টি অধিশাখার আওতায় এ বিভাগের কার্যাবলি সম্পাদিত হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে মোট ১২টি অধিশাখা, ২৯টি শাখা, ১টি প্রকল্প সহায়তা সেল, ১টি কম্পিউটার সেল এবং ১টি আইন কোষ রয়েছে। ইতোমধ্যে ২৯টি শাখার মধ্য থেকে ৯টি শাখাকে সাময়িকভাবে অধিশাখা য় উন্নীত করে সেখানে উপসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা পদায়ন করা হয়েছে। অধিশাখাগুলি হচ্ছে: (১) প্রশাসনিক

সংস্কার, (২) নিকার, (৩) মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ, (৪) মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সমন্বয়, (৫) রেকর্ড, (৬) বিধি, (৭) সরকার গঠন ও রাষ্ট্রাচার, (৮) মাঠ প্রশাসন সংস্থাপন, এবং (৯) মাঠ প্রশাসন শৃঙ্খলা শাখা। অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পদসংখ্যা ২০৮। ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাদের তালিকা পরিশিষ্ট-১ এ দেখানো হল।

২.২ মন্ত্রিপরিষদ সচিব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রশাসনিক প্রধান ও প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার । মন্ত্রিপরিষদ সচিবের দাপ্তরিক কাজে সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য একজন অতিরিক্ত সচিব রয়েছেন। এছাড়া, চারজন অতিরিক্ত সচিব ও একজন যুগ্মসচিব ৫টি অনুবিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। ৫ জন যুগ্মসচিব ৫টি অধিশাখার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।

২.৩ সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী অনুবিভাগ ও আওতাধীন অধিশাখাসমূহ নিম্নরূপ :

	অনুবিভাগসমূহ		অধিশাখাসমূহ
১।	প্রশাসনিক সংস্কার ও বাস্তবায়ন	১।	প্রশাসনিক সংস্কার, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং
		২।	প্রশাসনিক উন্নয়ন
		৩।	আইসিটি
২।	মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট	৪।	মন্ত্রিসভা
		৫।	রিপোর্ট ও রেকর্ড
৩।	প্রশাসন ও বিধি	৬।	প্রশাসন
		৭।	পরিকল্পনা ও বাজেট
		৮।	বিধি ও সেবা
৪।	জেলা ও মাঠ প্রশাসন	৯।	জেলা ও মাঠ প্রশাসন
		১০।	জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি
৫।	কমিটি ও অর্থনৈতিক	১১।	কমিটি ও অর্থনৈতিক
	-	১২।	আইন (অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত)

২.৪ প্রতিটি অধিশাখার দায়িত্বে রয়েছেন একজন উপসচিব এবং প্রতিটি শাখার দায়িত্বে আছেন একজন সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব । হিসাব শাখায় চলতি দায়িত্বে একজন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা রয়েছেন । আইসিটি অধিশাখার আওতা য় আইসিটি শাখায় একজন সিস্টেম এনালিস্ট, একজন মেইন্টেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার ও একজন এসিস্ট্যান্ট সিস্টেম এনালিস্ট এবং কম্পিউটার সেলে একজন প্রোগ্রামার নিয়োজিত আছেন। প্রশাসনিক সংস্কার , বাস্তবায়ন ও মনিটরিং অধিশাখার আওতায় প্রকল্প সহায়তা সেলে একজন সহকারী প্রধান নিয়োজিত আছেন । এছাড়া আইন কোষে একজন সিনিয়র সহকারী সচিব নিয়োজিত আছেন।

২.৫ ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জন্য ৭টি প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI) নির্ধারণ করা হয়। প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জ নের অগ্রগতি সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন পরিশিষ্ট-২ এ দেখানো হল।

২.৬ ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ৩টি প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন ছিল। প্রকল্পগুলির উদ্দেশ্য এবং ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে অর্থ বরাদ্দ, ব্যয় ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরিশিষ্ট-৩ এ দেখানো হল।

৩.০ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রধান প্রধান কার্যাবলি

ALLOCATION OF BUSINESS AMONG THE DIFFERENT MINISTRIES AND DIVISIONS (Schedule I of the Rules of Business, 1996) অনুসারে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রধান কার্যাবলি নিম্নরূপ:

১। মন্ত্রিসভা ও কমিটিসমুহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান।

২। মন্ত্রিসভা ও কমিটিসমূহের কাগজ ও দলিলপত্র এবং সিদ্ধান্তসমূহের হেফাজত।

৩। মন্ত্রিসভা ও কমিটিসমূহের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।

৪। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীর পারিতোষিক ও বিশেষ অধিকার।

৫। রাষ্ট্রপতির দায়মুক্তি।

৬। রাষ্ট্রপতির শপথ গ্রহণ পরিচালনা এবং রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ।

৭। কার্যবিধিমালা এবং মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের মধ্যে কার্যবণ্টন।

৮। তোশাখানা।

৯। পতাকা বিধিমালা, জাতীয় সঙ্গীত বিধিমালা এবং জাতীয় প্রতীক বিধিমালা।

৯ক। ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস পালন।

১০। প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রিগণের নিয়োগ ও পদত্যাগ এবং তাঁদের শপথ পরিচালনা।

১১। ভ্রমণভাতা ও দৈনিকভাতা ব্যতীত প্রধানমন্ত্রীমন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ওউপ-মন্ত্রিগণ সম্পর্কিত সাধারণ সেবা।

১১ক। দুর্নীতি দমন কমিশন সংক্রান্ত সকল বিষয়।

১২। যুদ্ধ ঘোষণা।

১৩। সচিব কমিটি ও উপ-কমিটিসমূহের সাচিবিক দায়িত্ব।

১৪। উপজেলা, জেলা ও বিভাগসমূহের সাধারণ প্রশাসন।

১৫। পদমানক্রম।

১৬। ফৌজদারি বিচার পরিবীক্ষণ।

১৭। আন্তর্জাতিক পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন প্রদান।

১৮। প্রশাসনিক সংস্কার/পুনর্গঠন সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)।

১৯। এ বিভাগের আর্থিক বিষয়সহ প্রশাসন।

২০। আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে লিয়াজোঁ এবং এ বিভাগে বরাদ্দকৃত বিষয়সমূহ সম্পর্কে অন্যান্য দেশ ও বিশ্বসংস্থার সঙ্গে চুক্তি ও সমঝোতা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ।

২১। এ বিভাগে বরাদ্দকৃত বিষয়ে সকল আইন।

২২। জাতীয় পুরস্কার এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানসমূহ।

২৩। আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় সাধন।

৪.০ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মবটন

৪.১ আইন অধিশাখা

আইন অধিশাখা অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত । আইন অধিশাখার কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

৪.১.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে সম্পৃক্ত করে দায়েরকৃত দেওয়ানি মামলা ও রিট পিটিশনসহ অন্যান্য মামলার বিষয়ে সরকারি আইনজীবীর স ঙ্গে যোগাযোগক্রমে যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

৪.১.২ এডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল ও আপিল ট্রাইব্যুনালের মামলাসমূহের বিষয়ে জবাব তৈ রি করাসহ এ বিষয়ে ট্রাইব্যুনালে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ; এবং

৪.১.৩ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিভিন্ন আইনগত বিষয়ে মতামত প্রদান।

উল্লিখিত কার্যাবলি আইন কোষের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়।

৪.২ প্রশাসনিক সংস্কার , বাস্তবায়ন ও মনিটরিং অধিশাখা

প্রশাসনিক সংস্কার, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং অধিশাখার কার্যাবলি নিম্নরূপ:

৪.২.১ গভর্ন্যান্স, পাবলিক সেক্টর excellence and leadership এবং প্রশাসনিক সংস্কার সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন প্রস্তাব উপস্থাপন, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এ সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং এ সংক্রান্ত ইস্যুতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত সংস্কার প্রস্তাব পর্যালোচনা ও সরকার -নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন;

৪.২.২ আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পর্যায়ে জনপ্রশাসন ও পাবলিক সেক্টর সংক্রান্ত অগ্রগতি অবহিত হওয়ার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময় কার্যক্রম গ্রহণ;

৪.২.৩ জনপ্রশাসনসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে বৈদেশিক সাহায্য সংক্রান্ত প্রস্তাবের ওপর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মতামত প্রদান;

৪.২.৪ জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সার্বিক মান উন্নয়নের জন্য জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বিশেষত বিসিএস (প্রশাসন) একাডেমি, বিয়াম, বিপিএটিসি -এর সঙ্গে সমন্বয় সাধন;

৪.২.৫ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ও সংস্কার, গভর্ন্যান্স ইস্যু ইত্যাদি বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম, ওয়ার্কশপ, সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তাব উপস্থাপন;

৪.২.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট হিসাবে শুদ্ধাচার কৌশল সম্পর্কিত সকল নীতি-নির্ধারণ, কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও সমন্বয়, অগ্রগতি মূল্যায়ন এবং নতুন নীতি ও কৌশল প্রণয়ন;

৪.২.৭ জনপ্রশাসন সংস্কার ও সুশাসন বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান;

৪.২.৮ জনপ্রশাসনের মানোন্নয়ন ও সংস্কারের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূ চি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

৪.২.৯ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের capacity building সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

৪.২.১০ এনইসি, আইএমইডি ও একনেক সংক্রান্ত প্রতিবেদন/মতামত আদান-প্রদান;

৪.২.১১ পঞ্চবার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বরাদ্দ গ্রহণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;

৪.২.১২ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রম;

৪.২.১৩ 'সাপোর্টিং দি গুড গভর্ন্যান্স প্রোগ্রাম' প্রকল্পের আওতায় Grievances Redressing System গড়ে তোলা;

৪.২.১৪ সার্ক মন্ত্রিপরিষদ সচিবগণের সভার আয়োজন;

৪.২.১৫ ইস্তাম্বুল কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ;

৪.২.১৬ সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Government Performance) সংক্রান্ত সেমিনার আয়োজন; এবং

৪.২.১৭ উন্নয়ন প্রকল্পের বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত কার্যক্রম।

উল্লিখিত কার্যাবলি নিম্নবর্ণিত দুইটি শাখা ও একটি সেলের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়:

(ক) প্রশাসনিক সংস্কার শাখা (সাময়িকভাবে অধিশাখায় উন্নীত);

(খ) বাস্তবায়ন ও মনিটরিং শাখা ; এবং

(গ) প্রকল্প সহায়তা সেল ।

৪.৩ প্রশাসনিক উন্নয়ন অধিশাখা

প্রশাসনিক উন্নয়ন অধিশাখার কার্যাবলি নিম্নরূপ:

৪.৩.১ প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান;

৪.৩.২ স্বাধীনতা পদক ও অন্যান্য জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত নীতিমালা ও নির্দেশাব লি প্রণয়ন;

৪.৩.৩ জাতীয় পদক পরিধান নির্দেশিকা;

৪.৩.৪ কিশোরগঞ্জ ফাউন্ডেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম তত্ত্বাবধান;

৪.৩.৫ বিভিন্ন প্রশাসনিক ইউনিট তথা বিভা গ, জেলা, সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা, পৌরসভা, থানা ইত্যাদির সৃষ্টি ও সীমানা নির্ধারণ;

৪.৩.৬ নিকার সভা অনুষ্ঠান ও এ সভায় সাচিবিক সহায়তা প্রদান এবং নিকার সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

৪.৩.৭ নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান;

৪.৩.৮ জেলা সদরের কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স কমিটি ও ন্যাশনাল মনিটরিং কমিটি (এনএমসি)-কে সাচিবিক সহায়তা প্রদান; এবং

৪.৩.৯ 'ক্যাপাসিটি ডেভলপমেন্ট অব কেবিনেট ডিভিশন' শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ ও সেমিনার আয়োজন।

উল্লিখিত কার্যাবলি নিম্নবর্ণিত দুইটি শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়:

(ক) প্রশাসনিক উন্নয়ন শাখা ; এবং

(খ) নিকার শাখা (সাময়িকভাবে অধিশাখায় উন্নীত)।

৪.৪ আইসিটি অধিশাখা

আইসিটি অধিশাখার কার্যাবলি নিম্নরূপ:

৪.৪.১ ই-গভ র্নমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং মাঠপর্যায়ের অফিসসমূহে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি ও টেকসই করা সংক্রান্ত কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ICT সম্পর্কিত সকল কাজে নেতৃত্ব দান, নির্দেশনা প্রদান, তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন;

৪.৪.২ ই-গভ র্নমেন্ট প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো স্থাপন, সফটওয়্যার তৈ রি ও প্রোগ্রাম ইন্সটলেশন;

৪.৪.৩ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আওতাধীন অফিসসমূহে ই-গভর্নমেন্ট চালুকরণে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আয়োজন;

৪.৪.৪ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের ICT সম্পর্কিত কর্ম-পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন, অনুমোদন এবং বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ;

৪.৪.৫ সচিবালয় নির্দেশমালা অনুসরণে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নথি ব্যবস্থাপনা, রেকর্ড সংরক্ষণ, নথির নিরাপত্তা বিধান ইত্যাদি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইলেকট্রনিক ফাইল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম, ডিজিটাল নথি নম্বর পদ্ধতি এবং ফাইল ট্র্যাকিং সিস্টেম প্রবর্তনে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন তদারকিকরণ;

৪.৪.৬ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিভিন্ন শাখা/অধিশাখার কম্পিউটার সিস্টেম উন্নয়ন, প্রোগ্রাম প্রণয়ন, নতুন কম্পিউটার সংগ্রহ, প্রোগ্রাম ইন্সটলেশন ও কম্পিউটারের যাবতীয় রক্ষণাবেক্ষণ এবং accessories প্রদান;

৪.৪.৭ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রজ্ঞাপন, বিধি, নীতিমালা, সার্কুলার নিয়মিতভাবে ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ;

৪.৪.৮ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সার্ভার এবং ওয়ার্কস্টেশন, লোকাল এরিয়া নেটও য়ার্ক (LAN) ও ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক (WAN) ব্যবস্থাপনা ও তদারকিকরণ;

৪.৪.৯ কম্পিউটার ব্যবহারকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ;

৪.৪.১০ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে স্থাপিত ইন্টারনেটের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

৪.৪.১১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের চাহিদা মোতাবেক কম্পি উটারের মাধ্যমে কার্যসম্পাদন/প্রোগ্রাম তৈরির ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪.৪.১২ কম্পিউটার সেলের আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি ও স্টেশনারি দ্রব্যাদির স্টক রেজিস্টার সংরক্ষণ;

৪.৪.১৩ ভিডিও কনফারেন্সিং -এর মাধ্যমে মাঠ প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন এবং এর পরিচালনা ও কারিগরি বিষয়ে তদারকি করা;

৪.৪.১৪ জেলা ই-সেবা এবং ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ এবং বহুবিধ সেবা প্রদানে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান;

৪.৪.১৫ জনপ্রশাসনে কাজের গতিশীলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি ও নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার উদ্দেশে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ইনোভেশন টিম গঠন;

৪.৪.১৬ সরকারিভাবে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/অধিদপ্তর/দপ্তর/কার্যালয়ে বাংলা ইউনিকোড বাস্তবায়নের কার্যক্রম তদারকি করা;

৪.৪.১৭ Grivances Redressing System (GRS)-কে ডিজিটালাইজডকরণ;

৪.৪.১৮ জাতীয় পর্যায়ে ই-সেবা ও ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টাল চালুকরণ;

৪.৪.১৯ সকল পর্যায়ে ইনোভেশন টিম গঠন;

৪.৪.২০ দেশব্যাপী ডিজিটাল মেলার আয়োজন; এবং

৪.৪.২১ সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে ই-লার্নিং চালু করা।

উল্লিখিত কার্যাবলি নিম্নবর্ণিত দুইটি শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়:

(ক) আইসিটি শাখা ; এবং

(খ) কম্পিউটার সেল।

৪.৫ মন্ত্রিসভা অধিশাখা

মন্ত্রিসভা অধিশাখার কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

৪.৫.১ মন্ত্রিসভা -বৈঠকের সাচিবিক সহায়তা প্রদান;

৪.৫.২ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে প্রেরিত মন্ত্রিসভার জন্য সারসংক্ষেপসমূহ পরীক্ষা করে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন;

৪.৫.৩ মন্ত্রিসভা -বৈঠক আহ্বান ও কার্যপত্র প্রেরণ, মন্ত্রিসভা -বৈঠকের কার্যবিবরণী প্রস্তুতকরণ এবং মন্ত্রিসভার সদস্য ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রিগণের অবলোকনের জন্য উক্ত কার্যবিবরণী প্রেরণ ও ফেরত প্রাপ্তির ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪.৫.৪ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ অবগতির জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবগণের নিকট প্রেরণ;

৪.৫.৫ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে মাসিক প্রতিবেদন সংগ্রহ, পর্যালোচনা এবং সঙ্কলন;

৪.৫.৬ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা এবং প্রয়োজনে পরামর্শ প্রদান;

৪.৫.৭ মন্ত্রিসভা -বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও মন্ত্রিসভাকে অবহিতকরণ;

৪.৫.৮ মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট নথিপত্রের গোপনীয়তা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;

৪.৫.৯ মন্ত্রিসভা -বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সচিব-সভার আয়োজন ও সাচিবিক দায়িত্ব পালন; এবং

৪.৫.১০ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার আয়োজন ও সাচিবিক সহায়তা প্রদান।

উল্লিখিত কার্যাবলি নিম্নবর্ণিত তিনটি শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়:

(ক) মন্ত্রিসভা -বৈঠক শাখা;

(খ) মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ শাখা (সাময়িকভাবে অধিশাখায় উন্নীত) ; এবং

(গ) মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সমন্বয় শাখা (সাময়িকভাবে অধিশাখায় উন্নীত)।

৪.৬ রিপোর্ট ও রেকর্ড অধিশাখা

রিপোর্ট ও রেকর্ড অধিশাখার কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

৪.৬.১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৩(২) অনুচ্ছেদ এবং Rules of Business, 1996-এর rule 16(vi) মোতাবেক প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পর জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের সূচনায় এবং প্রত্যেক ইংরেজি বছর জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের সূচনায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণের খসড়া প্রণয়ন, মন্ত্রিসভা -বৈঠকে উপস্থাপন ও চূড়ান্তকরণ এবং বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় মুদ্রণ;

৪.৬.২ Rules of Business, 1996-এর rule 25(1) অনুসরণে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মাসিক কার্যাবলির প্রতিবেদন সংগ্রহ, সঙ্কলন ও মন্ত্রিসভাকে অবহিতকরণ;

৪.৬.৩ Rules of Business, 1996-এর rule 25(3) অনুসরণে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের অর্থ-বছরভিত্তিক কার্যাবলির প্রতিবেদন সংগ্রহ, সঙ্কলন, মন্ত্রিসভার আলোচনার জন্য মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন এবং প্রকাশনা;

৪.৬.৪ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাসিক কার্যাবলির প্রতিবেদন প্রণয়ন ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে সংরক্ষণ;

৪.৬.৫ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন, প্রকাশনা ও ওয়েবসাইটে সংরক্ষণ;

৪.৬.৬ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানের জনবল বিষয়ক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং পরিসংখ্যান ব্যুরোতে প্রেরণ;

৪.৬.৭ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি/অর্জিত সাফল্যের প্রতিবেদন চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ;

৪.৬.৮ মন্ত্রিসভা -বৈঠকের বিজ্ঞপ্তি, সারসংক্ষেপ ও কার্যবিবরণী বই আকারে বাঁধাইকরণ ও সংরক্ষণ;

৪.৬.৯ সমরপুস্তক, খসড়া বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা অধ্যাদেশ ও খসড়া বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বিধি সংরক্ষণ ও বিতরণ এবং অভিরক্ষকগণের নিকট থেকে নিরাপদ হেফাজতের প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;

৪.৬.১০ সমরপুস্তক হালনাগাদকরণ; এবং

৪.৬.১১ ২৫ বছরের উর্ধ্বের ঐতিহাসিক দলিল এবং মন্ত্রিসভা -বৈঠকের সারসংক্ষেপ ও কার্যবিবরণী জাতীয় আর্কাইভস কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরকরণ।

উল্লিখিত কার্যাবলি নিম্নবর্ণিত দুইটি শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়:

(ক) রিপোর্ট শাখা; এবং

(খ) রেকর্ড শাখা (সাময়িকভাবে অধিশাখায় উন্নীত)।

৪.৭ প্রশাসন অধিশাখা

প্রশাসন অধিশাখার কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

৪.৭.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সকল স্তরের কর্মকর্তাদের পদায়ন এবং কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, স্থায়ীকরণ, জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ ও পদ সৃজন;

৪.৭.২ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ছুটি, পেনশন, বিভাগীয় মামলা ইত্যাদি প্রশাসনিক বিষয় প্রক্রিয়াকরণ;

৪.৭.৩ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সকল প্রকার মনোহারী দ্রব্য, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার, টেলিফোন, যানবাহন ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামোগত সুবিধাদিসহ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান;

৪.৭.৪ পাক্ষিক ও মাসিক বিভাগীয় সমন্বয় সভার যাবতীয় কার্যাদি, বিভিন্ন সেমিনার/সভা/সম্মেলন/উৎসব আয়োজন ও আপ্যায়নের ব্যবস্থাকরণ;

৪.৭.৫ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মবণ্টন;

৪.৭.৬ পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যসহ মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিবগণের বাংলাদেশস্থ বিভিন্ন বিদেশি দূতাবাস/মিশন/আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য সম্মতি প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;

৪.৭.৭ কর্মকর্তাদের দেশে/বিদেশে বিভিন্ন ওয়ার্কশপ, সভা, সেমিনার ও প্রশিক্ষণ কোর্সে মনোনয়ন, কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের জন্য ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪.৭.৮ আন্তর্জাতিক পুরস্কার/পদক/খেতাব গ্রহণের জন্য বাংলাদে শি নাগরিকদের অনুমোদন প্রদান এবং আন্তর্জাতিক পুরস্কারের মনোনয়ন প্রদান;

৪.৭.৯ স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;

৪.৭.১০ ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস পালন সংক্রান্ত কার্যক্রম;

৪.৭.১১ 'তোশাখানা (মেইন্টেন্যান্স এন্ড এডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ১৯৭৪ '-এর আলোকে রাষ্ট্রীয় তোশাখানার ব্যবস্থাপনা ও তদারকি;

৪.৭.১২ জাতীয় সংসদ বিষয়ক কার্যাদি;

৪.৭.১৩ সচিবালয় প্রবেশে সুবিধা -বঞ্চিত নাগরিকদের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে প্রতিকার প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় পত্র গ্রহণ ও অভিযোগ শাখার মাধ্যমে অভিযোগ/আবেদনপত্র গ্রহণ ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ;

৪.৭.১৪ সকল মন্ত্রণালয় /বিভাগের পক্ষে সচিবালয়ের বাহির থেকে আগত পত্রসমূহ গ্রহণ ও মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিতরণ;

৪.৭.১৫ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত পত্রাদি গ্রহণ ও বিতরণ এবং এ বিভাগ থেকে অন্যত্র পত্রসমূহ বিলি-বণ্টন সংক্রান্ত কাজ;

৪.৭.১৬ রাষ্ট্রীয় তো শাখানায় জমাকৃত বিভিন্ন উপহারসামগ্রী সংরক্ষণ, মূল্যায়ন, শ্রে ণিবিন্যাসকরণ, নিলামে বিক্রি ও হিসাব সংরক্ষণ;

৪.৭.১৭ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সমন্বয় সভা সংক্রান্ত কার্যাবলি;

৪.৭.১৮ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অবণ্টিত বিষয়াদি;

৪.৭.১৯ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিধি/নীতিমালা/গুরুত্বপূর্ণ প্রজ্ঞাপন/সার্কুলারসমূহের স্কলন প্রকাশনা;

৪.৭.২০ সচিবালয়ের পরিদর্শন সংক্রান্ত বিবিধ আদেশ, প্রজ্ঞাপন, যোগাযোগপত্র ইত্যাদি সংরক্ষণ ও তার উপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং

৪.৭.২১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে কর্মরত কর্মচারীদের বাসা বরাদ্দ সংক্রান্ত কার্যক্রম।

উল্লিখিত কার্যাবলি নিম্নবর্ণিত ছয়টি শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়:

(ক) সংস্থাপন শাখা ;

(খ) প্রশাসন ও শৃ ঙ্খলা শাখা;

(গ) সাধারণ সেবা শাখা ;

(ঘ) গোপনীয় ও তো শাখানা শাখা;

(ঙ) সাধারণ শাখা ; এবং

(চ) কেন্দ্রীয় পত্র গ্রহণ ও অভিযোগ শাখা ।

৪.৮ বিধি ও সেবা অধিশাখা

বিধি ও সেবা অধিশাখার কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

৪.৮.১ মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং উপ -মন্ত্রিগণের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ;

৪.৮.২ মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং উপ-মন্ত্রিগণের নিয়োগপত্র, দায়িত্বভার গ্রহণ, দপ্তর বণ্টন, দপ্তর পু নর্বণ্টন এবং পদত্যাগ সংক্রান্ত কার্যাবলি এবং এতদ্‌সংক্রান্ত গেজেট বিজ্ঞপ্তি মুদ্রণ ও বিতরণ;

৪.৮.৩ মন্ত্রী /প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রীর পদমর্যাদা প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলি;

৪.৮.৪ মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফর উপলক্ষে বিমানবন্দরে আমন্ত্রিত অতিথিবর্গের তালিকা প্রণয়ন, আমন্ত্রণপত্র মুদ্রণ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে বিতরণ;

৪.৮.৫ প্রধান বিচারপতির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা;

৪.৮.৬ প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনারগণের নিয়োগ, পদত্যাগ, অপসারণ ও শপথ অনুষ্ঠান সংক্রান্ত রাষ্ট্রপতির সাংবিধানিক কাজে সহায়তা করা;

৪.৮.৭ মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রিগণের পারিতোষিক ও প্রাধিকার সংক্রান্ত আইন এবং জাতীয় পতাকা বিধি, জাতীয় সঙ্গীত বিধি, জাতীয় প্রতীক বিধি, Warrant of Precedence, Rules of Business, Allocation of Business among the Different Ministries and Divisions, Instructions Regarding Personal Standard of the President, Instructions Regarding Personal Standard of the Prime Minister ইত্যাদি প্রণয়ন, সংশোধন ও ব্যাখ্যা সংক্রান্ত কার্যাবলি;

৪.৮.৮ রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ -মন্ত্রিগণের প্রটোকল সংক্রান্ত নির্দেশাবলি;

৪.৮.৯ মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ -মন্ত্রিগণের বেতন, ভ্রমণ ভাতা, মহার্ঘ ভাতা, বাড়িভাড়া ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, ব্যয় নিয়ামক ভাতা, আসবাবপত্র সরবরাহ, পৌরকর, ওয়াসা, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও জ্বালা নি, বাড়ি মেরামত, মন্ত্রিসভা -বৈঠকের আপ্যায়ন ব্যয় ও ঐ ছিক মঞ্জু রি ইত্যাদি বিষয়ে বাজেট ও সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন;

৪.৮.১০ মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ -মন্ত্রিগণের পারিতোষিক ও প্রাধিকার আইন অনুযায়ী বিভিন্ন খাতের জন্য প্রতি বছর আর্থিক বাজেটের প্রস্তাব প্রণয়ন;

৪.৮.১১ জাতীয় সংসদের কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্ত মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দের মধ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংসদ সম্পর্কীয় কার্যবণ্টন এবং সংসদ চলাকালীন কোন মন্ত্রী অথবা প্রতিমন্ত্রী দেশের বাইরে অবস্থান করলে অথবা সংসদে অনুপস্থিত থাকলে তাঁর পরিবর্তে অন্য কোন মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীকে তাঁর মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংসদ সম্পর্কীয় দায়িত্ব অর্পণ সংক্রান্ত কাজ;

৪.৮.১২ মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং উপ -মন্ত্রিগণের বিদেশ সফরকালীন তাঁদের দায়িত্বভার প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলি;

৪.৮.১৩ বিমানবন্দরের ভিভিআইপি ও ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহারের নির্দেশনা সংক্রান্ত কার্যাবলি; এবং

৪.৮.১৪ Official Dress Code/National Dress Code সংক্রান্ত নির্দেশাবলি।

উল্লিখিত কার্যাবলি নিম্নবর্ণিত তিনটি শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়:

(ক) বিধি শাখা (সাময়িকভাবে অধিশাখায় উন্নীত);

(খ) সরকার গঠন ও রাষ্ট্রাচার শাখা (সাময়িকভাবে অধিশাখায় উন্নীত); এবং

(গ) মন্ত্রিসেবা শাখা ।

৪.৯ পরিকল্পনা ও বাজেটঅধিশাখা

পরিকল্পনা ও বাজেট অধিশাখার কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

৪.৯.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বাজেট-সংশ্লিষ্ট স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি নীতি এবং পরিকল্পনা/কর্ম - পরিকল্পনা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ;

৪.৯.২ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বাজেট কাঠামো প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ;

৪.৯.৩ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা এবং ব্যয়সীমা নির্ধারণ;

৪.৯.৪ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের রাজস্ব আয়, অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যয়ের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ প্র স্তুত ও ডাটা এন্ট্রি;

৪.৯.৫ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের রাজস্ব বাজেট হতে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচির প্রস্তাব প্রণয়ন/ পর্যালোচনা ও অনুমোদনের জন্য বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন;

৪.৯.৬ আগাম সংগ্রহ পরিকল্পনা (Advance Procurement Plan)-সহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জন্য বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন;

৪.৯.৭ রাজস্ব আহরণ ও অর্থ ছাড়সহ বাজেটে বরাদ্দকৃত সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন;

৪.৯.৮ প্রশাসনিক সংস্কার ও বাস্তবায়ন (পরিকল্পনা/উন্নয়ন) অনুবিভাগের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে মাসিক ভিত্তিতে বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে রাজস্ব আহরণের অগ্রগতি এবং অধিদপ্তর/সংস্থাওয়ারি সকল কার্যক্রম/প্রকল্প/কর্মসূচির বাস্তবায়ন (financial and non-financial) অগ্রগতি পর্যালোচনা;

৪.৯.৯ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক এবং ফলাফল নির্দেশক সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জনসহ বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

৪.৯.১০ অর্থ বিভাগ -প্রণীত নির্দেশনা এবং ছক অনুয়ায়ী বাজেট বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন;

৪.৯.১১ পুনঃউপযোজনসহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কে প্রদত্ত আর্থিক ক্ষমতার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

৪.৯.১২ অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রস্তাব (প্রয়োজন হলে) পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক অর্থ বিভাগে প্রেরণ;

৪.৯.১৩ অর্থ বরাদ্দ ও ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে নিয়মিত প্রকাশ করা;

৪.৯.১৪ বিভাগীয় হিসাবের (Departmental Accounts) সঙ্গে প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ের হিসাবের সঙ্গতি সাধন;

৪.৯.১৫ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বার্ষিক উপযোজন হিসাব প্রণয়ন এবং নিরীক্ষা প্রত্যয়নের জন্য মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে প্রেরণ;

৪.৯.১৬ সরকারি হিসাব কমিটি (PAC) এবং অন্যান্য সংসদীয় স্থায়ী কমিটির জন্য বাজেট ও আর্থিক বিষয়ে প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ;

৪.৯.১৭ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভ্যন্তরীণ ও বিধিবদ্ধ নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা, নিরীক্ষা আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ও শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সমন্বয় সাধন;

৪.৯.১৮ বাজেট ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করা;

৪.৯.১৯ বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি, বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপ এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির উপ-কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার কার্যবিবরণী অর্থ বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিতকরণ;

৪.৯.২০ আর্থিক ব্যবস্থাপনার সংস্কার/উন্নয়ন এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে সমন্বয় সাধন;

৪.৯.২১ বাজেট প্রণয়ন. বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ এবং প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক ও ফলাফল নির্দেশক সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে Management Information System (MIS) স্থাপন এবং পরিচালনা/ব্যবস্থাপনা;

৪.৯.২২ আর্থিক ব্যবস্থাপনার সংস্কার/উন্নয়ন এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে সমন্বয় সাধন;

৪.৯.২৩ আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪.৯.২৪ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাসিক বেতন, বকেয়া বেতন, ভ্রমণ ভাতা, অতিরিক্ত দায়িত্ব ভাতা, চিত্তবিনোদন ভাতা, উৎসব ভাতা, ভবিষ্য তহবিল অগ্রিম, গৃহ নির্মাণ অগ্রিম, মোটর সাইকেল অগ্রিম, মোটর গাড়ী অগ্রিম, কম্পিউটার অগ্রিম , আনুষঙ্গিক ব্যয় -ইত্যাদি ব্যয় সংক্রান্ত বিল তৈরি করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (সি.এ.ও)-এর কার্যালয়ে প্রেরণ;

৪.৯.২৫ যাবতীয় বিলের টাকা আহরণ এবং এতদ্‌সংক্রান্ত সকল ব্যয়োত্তর হিসাব ও রেকর্ড সংরক্ষণ;

৪.৯.২৬ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন;

৪.৯.২৭ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কোড নম্বর ৩-০৪০১-০০০১-এর বিপরীতে বাজেট প্রণয়ন এবং বাজেট আলোচনা সভায় অংশগ্রহণপূর্বক বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিতকরণ; এবং

৪.৯.২৮ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বাজেট ও ব্যয়ের হিসাব সংক্রান্ত অডিট ও বিবিধ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ।

উল্লিখিত কার্যাবলি নিম্নবর্ণিত দুইটি শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়:

(ক) পরিকল্পনা ও বাজেট শাখা; এবং

(খ) হিসাব শাখা।

৪.১০ জেলা ও মাঠ প্রশাসন অধিশাখা

জেলা ও মাঠ প্রশাসন অধিশাখার কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

৪.১০.১ জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসারের ফিটলিস্ট প্রস্তুতকরণ এবং এত দ্‌সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন/ সংশোধন সংক্রান্ত বিষয়াদি;

৪.১০.২ বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সাধারণ প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণে যোগদানের অনুমতি এবং বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণের ছুটি মঞ্জুর ও কর্মস্থল ত্যাগের অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত বিষয়াদি;

৪.১০.৩ বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো সংক্রান্ত বিষয়াদি;

৪.১০.৪ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অফিসসমূহ পরিদর্শন এবং পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪.১০.৫ বিভাগীয় কমিশনারগণের স ঙ্গে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে মাসিক সভা অনুষ্ঠান;

৪.১০.৬ জেলা প্রশাসক সম্মেলনের যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন;

৪.১০.৭ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অন- দ্য-জব ট্রেনিং, ইন-হাউজ ট্রেনিং, সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন বা পরিচালনা সম্পর্কিত কার্যাবলি;

৪.১০.৮ মাঠ পর্যায়ে কর্মরত বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ পর্যালোচনা ও তদন্ত করা এবং বিভাগীয় মামলা রুজুর অনুমোদন প্রদান, তদন্তের পর প্রমাণিত অভিযোগের ভিত্তিতে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ প্রেরণ, সুপারিশের ভিত্তিতে গৃহীত ব্যবস্থা পরিবীক্ষণ;

৪.১০.৯ বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে উক্ত প্রতিবেদনসমূহের ভিত্তিতে সা রসংক্ষেপ প্রস্তুত, প্রধানমন্ত্রীর নিকট উপস্থাপন এবং তাঁর নির্দেশের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪.১০.১০ দেশের আইন-শৃঙ্খলা এবং মাঠ পর্যায়ে প্রশাসনিক কর্মকা ণ্ড পরিচালনায় উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিমিত্ত জাতীয় পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনারদের সভা/সম্মেলন অনুষ্ঠান;

৪.১০.১১ মাঠ পর্যায়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন;

৪.১০.১২ পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয় ;

৪.১০.১৩ নির্বাচন কমিশনের অনুরোধে নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত সকল প্রকার পরিপত্র জারিকরণ ও প্রাসঙ্গিক কার্যাবলি;

৪.১০.১৪ বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভা সংক্রান্ত কার্যাবলি;

৪.১০.১৫ জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভা সংক্রান্ত কার্যাবলি;

৪.১০.১৬ বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণের অর্থাৎ মাঠ প্রশাসনের সঙ্গে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সংযোগ স্থাপন;

৪.১০.১৭ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের করণীয় পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত কার্যাবলি;

৪.১০.১৮ জমি হস্তান্তর সংক্রান্ত দলিলের স্ট্যাম্পে শুল্ক ফাঁকি দে ওয়া সংক্রান্ত মামলাসমূহ পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ;

৪.১০.১৯ আদালত পরিদর্শন ব্যতীত কমিশনার ও জেলা প্রশাসকদের অন্য সকল দপ্তর/প্রতিষ্ঠান/ থানা/কারাগার প্রভৃতি পরিদর্শন/দর্শন প্রতিবেদন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;

৪.১০.২০ আন্তঃমন্ত্রণালয় পর্যায়ে সমন্বয় এবং জেলা, উপজেলা পর্যায়ে সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত সরকারের অগ্রাধিকারমূলক কর্মসূচি সংক্রান্ত কার্যাবলি;

৪.১০.২১ মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহে মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, কাজের পরিবেশ উন্নয়ন এবং তাদের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ সংক্রান্ত কার্যক্রম;

৪.১০.২২ সচিবালয় ব্যতীত সরকা রি অধিদপ্তর/সংস্থার সংগঠন, কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রশাসন, পরিদর্শন, ভ্রমণ এবং এত দ্সংক্রান্ত বিবিধ আদেশ, প্রজ্ঞাপন, যোগাযোগপত্র ইত্যাদি সংরক্ষণ ও তার ওপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪.১০.২৩ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস্সমূহ ও বিভিন্ন প্রকার বিশেষ কর্মসূচি উদ্যাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;

৪.১০.২৪ মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক বিভাগ, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাগণকে বিভিন্ন কমিটিতে অন্তর্ভুক্তকরণের ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মতি প্রদান;

৪.১০.২৫ সরকারি দপ্তরে গণশুনানি সম্পর্কিত কার্যক্রম সমন্বয়; এবং

৪.১০.২৬ যৌথ সীমান্ত সম্মেলন ও সীমান্ত হাট সংক্রান্ত কার্যাদি।

উল্লিখিত কার্যাবলি নিম্নবর্ণিত চারটি শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়:

(ক) মাঠ প্রশাসন সংস্থাপন শাখা (সাময়িকভাবে অধিশাখায় উন্নীত);

(খ) মাঠ প্রশাসন সমন্বয় শাখা;

(গ) মাঠ প্রশাসন শৃঙ্খলা শাখা (সাময়িকভাবে অধিশাখায় উন্নীত); এবং

(ঘ) মাঠ প্রশাসন সংযোগ শাখা।

৪.১১ জেলা ম্যাজিস্ট্রে সি অধিশাখা

জেলা ম্যাজিস্ট্রে সি অধিশাখার কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

৪.১১.১ জেলা ম্যাজিস্ট্রে সি বিষয়ক নীতিমালা, নির্দেশাব লি, পরিপত্র ও সাধারণ যোগাযোগ এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণের ক্ষমতা অর্পণ/প্রত্যাহার সংক্রান্ত বিষয়াদি;

৪.১১.২ জেলা ম্যাজিস্ট্রে সি সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন প্রণয়ন এবং সংশোধন সংক্রান্ত বিষয়াদি;

৪.১১.৩ দুর্নীতি দমন কমিশন সংক্রান্ত কার্যাবলি;

৪.১১.৪ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট/নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণের বিচারকার্য পর্যালোচনা, মূল্যায়ন এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণের কোর্টসমূহের পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ;

৪.১১.৫ জেলার মাসিক আইন-শৃঙ্খলা সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা ও অনুবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ;

৪.১১.৬ মোবাইল কোর্ট সংক্রান্ত কার্যাদি পর্যালোচনা;

৪.১১.৭ মহানগর, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন আইন-শৃঙ্খলা কমিটি সংক্রান্ত কার্যাবলি;

৪.১১.৮ সংঘটিত গুরুতর অপরাধের ওপর গৃহীত ব্যবস্থা এবং তদোদ্ভূত মামলার অগ্রগতি সম্পর্কে মাঠ প্রশাসনের নিকট থেকে হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ;

৪.১১.৯ আইন-শৃঙ্খলা ও জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত সাধারণ ও গোপনীয় প্রতিবেদনসমূহ সংরক্ষণ এবং এতদ্সংক্রান্ত কার্যাবলি।

উল্লিখিত কার্যাবলি নিম্নবর্ণিত দুইটি শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়:

(ক) জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি নীতি শাখা; এবং

(খ) জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি পরিবীক্ষণ শাখা।

৪.১২ কমিটি ও অর্থনৈতিক অধিশাখা

কমিটি ও অর্থনৈতিক অধিশাখার কার্যাবলি নিম্নরূপ:

৪.১২.১ বিভিন্ন জাতীয় কমিটি, মন্ত্রিসভা কমিটি, সচিব কমিটি, নির্বাহী কমিটি ও বিশেষ কমিটি গঠন, পুনর্গঠন ও সংশোধন সংক্রান্ত কার্যক্রম; এবং

৪.১২.২ নিম্নবর্ণিত কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান

- সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি;
- অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি;
- জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি; এবং
- আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ কর্তৃক চাঁদা প্রদান সংক্রান্ত সচিব কমিটি।

উল্লিখিত কার্যাবলি নিম্নবর্ণিত দুইটি শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়:

(ক) কমিটি বিষয়ক শাখা ; এবং

(খ) ক্রয় ও অর্থনৈতিক শাখা।

৫.০ ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকসমূহ

৫.১ মন্ত্রিসভা-বৈঠক

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০১৩-১৪) মোট ৪১টি মন্ত্রিসভা-বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

৫.১.১ মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে মোট ২৪৩টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; এর মধ্যে ১৭৮টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয় এবং ৬৫টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নাধীন আছে। বিগত তিন অর্থ-বছরে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠক, গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত একটি চিত্র নিম্নে দেওয়া হল:

অর্থ-বছর / বিষয়সমূহ	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	মন্তব্য
মন্ত্রিসভা-বৈঠক	৩৯টি	৫২টি	৪১টি	৩০ জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়িত
গৃহীত সিদ্ধান্ত	৩০৬টি	৩০৬টি	২৪৩টি	
বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত (বাস্তবায়নের হার)	২৯১টি (৯৫.১%)	২৪৩টি (৭৯.৪১%)	১৭৮টি (৭৩.২৫%)	

৫.২ মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহের বৈঠক

৫.২.১ সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি : প্রতিবেদনাধীন অর্থ -বছরে (২০১৩-১৪) সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ৩০টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । বৈঠকসমূহে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ২৪৬টি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয় এবং ২৩৯টি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

৫.২.২ অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি: প্রতিবেদনাধীন অর্থ -বছরে (২০১৩-১৪) অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ১৪টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকসমূহে ৫৫টি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয় এবং ৫২টি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

৫.২.৩ জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি: স্বাধীনতা পুরস্কার, একুশে পদক , বেগম রোকেয়া পদক ও জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদানের লক্ষ্যে ২০১৩-১৪ অর্থ -বছরে জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির চারটি সভা অনুষ্ঠিত হয় । এ সব সভার সুপারিশের আলোকে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গৃহীত হয়:

(ক) ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ২৫ মার্চ ২০১ ৪ তারিখে নয় জন সুধী ও একটি প্রতিষ্ঠানকে 'স্বাধীনতা পুরস্কার, ২০১ ৪' প্রদান করা হয় । পুরস্কারে ভূষিত সুধিবৃন্দ হচ্ছেন- মরহুম মোহাম্মদ আবুল খায়ের, শহীদ মুন্সী কবির উদ্দিন আহমেদ, শহীদ কাজী আজিজুল ইসলাম, লে. কর্নেল (অব.) মো. আবু ওসমান চৌধুরী, মরহুম ড. খসরুজ্জামান চৌধুরী, শহীদ এস.বি.এম মিজানুর রহমান, মরহুম ডাক্তার মোহাম্মদ হারিছ আলী, মরহুম অধ্যক্ষ মো. কামরুজ্জামান ও শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী। এছাড়া বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটও পুরস্কারে ভূষিত হয়।

(খ) ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ২০ ফেব্রুয়ারি ২০ ১৪ তারিখে ১৫ জন সুধীকে 'একুশে পদক, ২০১৪' প্রদান করা হয় । সুধিগণ হচ্ছেন- ভাষা আন্দোলনে ভাষাসৈনিক শামসুল হুদা ও ড. বদরুল আলম (মরণোত্তর); সমাজসেবায় ইমেরিটাস অধ্যাপক ডা. মুজিবুর রহমান; শিল্পকলায় জনাব সমরজিৎ রায় চৌধুরী, জনাব রামকানাই দাশ ও এস এম সোলায়মান (মরণোত্তর); সাংবাদিকতায় জনাব গোলাম সরোয়ার; গবেষণায় প্রফেসর ড. এনামুল হক; শিক্ষায় প্রফেসর ড. অনুপম সেন; ভাষা ও সাহিত্যে জনাব জামিল চৌধুরী, জনাব বেলাল চৌধুরী, জনাব রশীদ হায়দার, জনাব বিপ্রদাশ বড়ুয়া ও আবদুশ শাকুর (মরণোত্তর) এবং শিল্পকলায় জনাব কেরামত মওলা।

(গ) ০৬ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ০৯ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে ঝর্ণা ধারা চৌধুরী ও প্রফেসর হামিদা বানুকে 'বেগম রোকেয়া পদক, ২০১৩' প্রদান করা হয়।

(ঘ) ২৭ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে গৌরবোজ্জল ও অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মনোনীত বিশিষ্ট শিল্পী ও কলাকুশলিবৃন্দ এবং চলচ্চিত্রকে ২৪টি ক্ষেত্রে 'জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০১২' প্রদান করা হয়।

(ঙ) ২৭ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ক্রীড়াক্ষেত্রে গৌরবোজ্জল ও অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ 'জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার-২০১০, ২০১১ ও ২০১২' প্রদান করা হয়।

৫.২.৪ মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহের বিগত তিন অর্থ-বছরের বৈঠক: সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি, অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি, জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি, আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি এবং প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের বদলি সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বিগত তিন অর্থ-বছরের বৈঠক অনুষ্ঠান সম্পর্কিত পরিসংখ্যান নিম্নে দেওয়া হল:

অর্থ-বছর / কমিটিসমূহ	২০১১ -১২ বৈঠক সংখ্যা	২০১২-১৩ বৈঠক সংখ্যা	২০১৩-১৪ বৈঠক সংখ্যা
১। সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	৪০টি	২৯টি	৩০টি
২। অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	১১টি	১১টি	১৪টি
৩। জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত	০৬টি	০৫টি	০৪টি

মন্ত্রিসভা কমিটি			
৪। আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	০৩টি	০৩টি	০৬টি
৫। প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের বদলি সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	০৩টি	০১টি	-

৫.৩ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক

(ক) প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে নিকার-এর ১০ ৯তম সভা ০২ জুন ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার গুইমারা থানা ও সিলেট জেলার ওসমানী নগর থানাকে উপজেলায় উন্নীতকরণ ; পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ উপজেলা স দরে ও চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলাধীন নাজির হাটে পৌরসভা প্রতিষ্ঠা ; কুমিল্লা আদর্শ সদর উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ও পরিষদের বাসভবনসমূহ সদর দক্ষিণ উপজেলার সীমানা হতে কর্তনপূর্বক আদর্শ সদর উপজেলার সীমানায় অন্তর্ভুক্তকরণ এবং অবশিষ্ট ইউনিয়ন/পৌরসভা এলাকা নিয়ে কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলা পুনর্গঠন; এক উপজেলা হতে অন্য উপজেলায় ইউনিয়ন/ওয়ার্ড সংযোজন এবং বিদ্যমান/নবসৃষ্ট সিটি কর্পোরেশনে অন্তর্ভুক্ত এলাকা ব্যতীত অবশিষ্ট এলাকা নিয়ে উপজেলা পুনর্গঠন সংক্রান্ত নীতিমালা অনুমোদন; লক্ষ্মীপুর জেলার সদর থানাধীন চন্দ্রগঞ্জ পুলিশ তদন্তকেন্দ্রকে থানায় উন্নীতকরণ এবং এর জন্য ২৪টি পদ সৃজন করা হয়।

(খ) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ০৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(গ) জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদ

রাষ্ট্র ও সমাজে শুদ্ধাচার এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ২০১২ সালে অনুমোদিত 'সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদের নির্বাহী কমিটির প্রথম সভা ০৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপদেষ্টা পরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ত্বরান্বিতকরণ এবং প্রশাসনিক সংস্কারের লক্ষ্যে আইন/বিধিমালা প্রণয়ন ও সংস্কার সাধনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । এ ছাড়া অগ্রাধিকার হিসাবে চিহ্নিত (ক) খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধ, (খ) ভূমি ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়ন এবং (গ) তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন জোরদারকরণের লক্ষ্যে তিনটি উপকমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৫ ও ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে এবং ০৫, ১০ ও ১২ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থায় গঠিত নৈতিকতা কমিটির ফোকাল পয়েন্টগণের অংশগ্রহণে দুই ধাপে পাঁচটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণকে শুদ্ধাচার কৌশল ও এ সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সমর্থন ও সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থায় গঠিত 'নৈতিকতা কমিটি'র জ্যেষ্ঠ সদস্য এবং মন্ত্রণালয়/ বিভাগের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণে ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ স চিবের সভাপতিত্বে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ৫ ও ৮ সে প্টেম্বর ২০১৩ তারিখে যথাক্রমে গণমাধ্যমের প্রতিনিধি এবং বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে দু'টি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঘ) সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি-সংশ্লিষ্ট 'কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটি'

০৫ মার্চ ২০১৪ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি-সংশ্লিষ্ট 'কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটি 'র একটি সভা ও ১২ জুন ২০১৪ তারিখে সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়ন উপকমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক একটি কৌশলপত্র প্রস্তুতের কাজ প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। তাছাড়া, এ কমিটি দেশে Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) System বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যক্রম সমন্বয় করছে। ইতোমধ্যে CRVS-এর বাংলাদেশ কেসস্টাডি আদ্দিস আবাবায় অনুষ্ঠিত WHO-এর একটি কনফারেন্সে উপস্থাপন করা হয়।

(ঙ) নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটি

মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে ০৭ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে এবং ১১ মে ২০১৪ তারিখে কমিটির দুইটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(চ) প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি

প্রতিবেদনাধীন অর্থ -বছরে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির মোট ৩৬টি সভা অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত সভাসমূহে মোট ২৪৮টি প্রস্তাব উপস্থাপিত হয় এবং ২৩৯টি প্রস্তাব বিবেচনার জন্য সুপারিশ করা হয়।

(ছ) আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ কর্তৃক চাঁদা প্রদান-সংক্রান্ত সচিব কমিটি

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে উক্ত কমিটির ছয়টি সভা অনুষ্ঠিত হয় । এতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সর্বমোট ১১টি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয় এবং ১১টি প্রস্তাবই অনুমোদিত হয়।

(জ) মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সম্পর্কিত ৪৭টি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঝ) বিভাগীয় কমিশনারগণের সঙ্গে মাসিক সমন্বয় সভা

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে বিভাগীয় কমিশনারগণের সঙ্গে ১১টি মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয় । এ সকল সভায় বিভাগীয় কমিশনারগণকে দিক্-নির্দেশনামূলক পরামর্শ প্রদান করা হয় এবং জাতীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মোট ২৩৬টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(ঞ) জেলা সদরে কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্সএর সভা

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে জেলা সদরে কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স-এর মোট পাঁচটি সভা (১৬৮তম, ১৬৯তম, ১৭০তম, ১৭১তম ও ১৭২তম) অনুষ্ঠিত হয়। এ সব সভায় মোট ১২টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে রয়েছে খুলনা সার্কিট হাউজ (নতুন ভবন) উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের স্থাপত্য নকশা; যশোর সার্কিট হাউজ উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের স্থাপত্য নকশা; পঞ্চগড় সার্কিট হাউজের তৃতীয় তলা উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের নকশা; পাসপোর্ট অফিস স্থাপনের জন্য

নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসকের ভবন উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের স্থাপত্য নকশা; রংপুর বিভাগীয় কমিশনার কমপ্লেক্সের স্থাপত্য নকশা; রাঙ্গামাটি সার্কিট হাউজ সম্প্রসারণের স্থাপত্য নকশা; ঢাকায় চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণের স্থাপত্য নকশা; কক্সবাজার ও সিলেট জেলার গেজেটেড অফিসার্স ডরমিটরির (টাইপ-৪) স্থানিক নকশা; আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস স্থাপনের লক্ষ্যে রাজবাড়ী কালেক্টরেট ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্পসারণের স্থাপত্য নকশা; রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় নতুন সার্কিট হাউ জ নির্মাণের স্থানিক নকশা; টাঙ্গাইল জেলায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, সিনিয়র সহকারী কমিশনার/ সহকারী কমিশনার এবং জেলার অন্যান্য দপ্তরের কর্মকর্তাগণের জন্য বাসভবনের নকশা; এবং খুলনা বিভাগীয় শহরে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকগণের বাসভবন ও গেজেটেড কর্মকর্তাদের (নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের) ডরমিটরির স্থানিক নকশা অনুমোদন।

(ট) সচিব সভা

২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে মোট চারটি সচিব সভা অনুষ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে দুইটি সচিব সভা অনুষ্ঠিত হয় । মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সচিববৃন্দের সঙ্গে প্রশাসনিক বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন ও দিক্-নির্দেশনা প্রদান করেন।

(ঠ) জেলা প্রশাসক সম্মেলন

মাঠ পর্যায়ে কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে ২৩-২৫ জুলাই ২০১৩ তারিখে জেলা প্রশাসক সম্মেলন, ২০১৩ অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে ও মাঠ পর্যায়ে বিদ্যমান সমস্যাদি সমাধানকল্পে এ সম্মেলনে জেলা প্রশাসকগণকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দি ক্-নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সম্মেলনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ সম্পর্কিত মোট ৪৭৪টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর মধ্যে ১৫৯টি স্বল্পমেয়া দি, ১৫০টি মধ্যমেয়াদি এবং ১৬৫টি দীর্ঘমেয়াদি সিদ্ধান্ত। স্বল্পমেয়াদি ১৫৯টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ১৫৩টি, মধ্যমেয়াদি ১৫০টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ১৩৮টি এবং দীর্ঘমেয়াদি ১৬৫টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ১৪৫টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত /নিষ্পত্তি হয়। সর্বমোট ৪৩৬টি (৯২ শতাংশ) সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়।

(ড) সার্ক মন্ত্রিপরিষদ সচিবগণের সভা

২৬-২৭ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে ঢাকায় বাংলাদেশের মন্ত্রিপরিষদ স চিবের সভাপতিত্বে সার্ক মন্ত্রিপরিষদ সচিবগণের দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নেপাল, ভুটান ও আফগানিস্তানের প্রতিনিধিগণ এবং সার্ক সচিবালয়ের মহাসচিব ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। এ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে বিশেষত সৌরবিকিরণ মানচিত্র প্রণয়ন, উত্তম চর্চা সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা বিনিময়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য, দক্ষতা উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা (Performance Management) বিষয়ক আঞ্চলিক কর্মশালা আয়োজন প্রভৃতি র মাধ্যমে বাংলা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ সভা সফলভাবে আয়োজনের মাধ্যমে এ অঞ্চলে বাংলাদেশের ভাব মূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে।

(ঢ) ইস্তাম্বুল কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ

ইস্তাম্বুল কর্ম -পরিকল্পনা (Istanbul Programme of Action-IPoA)-এর আলোকে মধ্য-আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশের করণীয় বিষয়াদি সম্পর্কিত কর্ম -পরিকল্পনা বাস্তবায়ন , সমন্বয় সাধন ও পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে ১৫ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে একটি

'সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ কমিটি' গঠন করা হয়। ১৬ মার্চ ২০১৪ তারিখে 'সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ কমিটি'র প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় । সভায় অন্যান্য সিদ্ধান্তের পাশাপাশি কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে একটি উপকমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(ণ) সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

সরকারি কর্মকাণ্ডের মানোন্নয়ন এবং সরকারি দপ্তরে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Performance Management System) প্রবর্তনের কৌশল নির্ধারণের লক্ষ্যে গত ২১ জুন ২০১৪ তারিখে ঢাকায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নিজস্ব অর্থায়নে একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে আয়োজিত উক্ত সেমিনারে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় /বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিববৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারে ভারতের কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং বাংলাদেশের অর্থ বিভাগ এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্ন্যান্স ইনোভেশন ইউনিট (জিআইইউ) কর্তৃক পরিচালিত কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে একটি সমন্বিত কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । এ পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

৬.০ ২০১৩-১৪ অর্থ -বছরে প্রণীত ও সংশোধিত গুরুত্বপূর্ণ আইন ও বিধি

৬.১ বিধি

(১) ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়-কে একীভূত করে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় নামে পুনর্গঠনক্রমে এর আওতায় ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ নামে দুটি বিভাগ গঠন করা হয় এবং ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখের এস.আর.ও নম্বর ২৪ ও ২৫ দ্বারা Rules of Business, 1996-এর Schedule-I-(ALLOCATION OF BUSINESS AMONG THE DIFFERENT MINISTRIES AND DIVISIONS)-এ উক্ত মন্ত্রণালয় দুটির কার্যতালিকা সংশোধন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

(২) Rules of Business, 1996-এর Schedule-I -(ALLOCATION OF BUSINESS AMONG THE DIFFERENT MINISTRIES AND DIVISIONS)-এ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যতালিকা ৯ জুলাই ২০১৩ তারিখের এস.আর.ও নম্বর ২৪৬ , খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কার্যতালিকা ৩০ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখের এস.আর.ও নম্বর ৩৯৪ , মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যতালিকা ২৭ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখের এস.আর.ও নম্বর ১০, স্থানীয় সরকার বিভাগের কার্যতালিকা ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখের এস.আর.ও নম্বর ২৯ দ্বারা সংশোধন করা হয়।

৭.০ ২০ ১৩-১৪ অর্থ-বছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

৭.১ জাতীয় পর্যায়ে সম্পাদিত এবং বিভিন্ন সমন্বয়ধর্মী কার্যাবলি

(১) ১৫ আগস্ট ২০১৩ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৩৮তম শাহাদত বার্ষিকীতে সারাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় শোক দিবস, ২০১৩ পালনার্থে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কস্থ বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর ও গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়াস্থ জাতির পিতার সমাধিস্থলসহ ৬৪টি জেলা এবং ৪২৩টি উপজেলায় যথাযথ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। জাতীয় পর্যায়সহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় শোক দিবস, ২০১৩ পালিত হয়েছে।

(২) স্বাধীনতা পুরস্কার সংক্রান্ত নীতিমালার আলোকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৪ সালে ৯ জন সুধি ও একটি প্রতিষ্ঠানকে 'স্বাধীনতা পুরস্কার, ২০১৪' প্রদান সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করা হয়।

(৩) ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের জন্য ০১ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে বিভিন্ন দেশের দুইজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে 'বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা' এবং ৫৭ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও একটি প্রতিষ্ঠানকে 'মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা' প্রদান করা হয়।

(৪) সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগের আওতাভুক্ত প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠান 'ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর সাউথ -সাউথ কো-অপারেশন (আইওএসএসসি)' দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশের অসামান্য অবদান এবং দারিদ্র্য হ্রাসে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সফলতার স্বীকৃতি -স্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে এক অনুষ্ঠানে 'সাউথ-সাউথ পুরস্কার'-এ ভূষিত করে। এ বিরল সম্মান আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের অবস্থানকে দৃঢ়তর করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 'সাউথ-সাউথ পুরস্কার' অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হওয়ায় মন্ত্রিসভার ০৭ অক্টোবর ২০১৩ তারিখের বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন-প্রস্তাব ০৮ অক্টোবর ২০১৩ তা রিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(৫) ০৩ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে ফতুল্লার খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত তৃতীয় এক দিনের আ ন্তর্জাতিক ম্যাচে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল সফরকারী নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট দল কে পরাজিত করে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত এক দিনের আন্তর্জাতিক (ওডিআই) সিরিজ ৩-০ ম্যাচে জয়লাভ করে। বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের এ সাফল্যে সকল খেলোয়াড়, প্রশিক্ষক, কর্মকর্তা ও বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে এবং নিরলস অনুশীলনের মাধ্যমে বাংলাদেশ আগামীতেও ভাল ফলাফল অর্জন করে জাতির গৌরব বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে মর্মে দৃঢ় প্রত্যাশা ব্যক্ত করে মন্ত্রিসভার ০৪ নভেম্বর ২০১৩ তারিখের বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন-প্রস্তাবটি ০৬ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(৬) বাংলাদেশের কৃতী গলফার জনাব সিদ্দিকুর রহমান ভারতের নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হিরো ইন্ডিয়ান ওপেন গলফে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। ৭ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে তিনি এ শিরোপা অর্জন করেন। বাংলাদেশের কৃতী এই গলফারের সাফল্যে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে এবং তিনি আগামীতেও অন্যান্য আন্তর্জাতিক গলফ টুর্ণামেন্টে বিজয় অর্জন করে দেশের গৌরব বৃদ্ধিতে অবদান রাখবেন মর্মে দৃঢ় প্রত্যাশা ব্যক্ত করে মন্ত্রিসভার ১১ নভেম্বর ২০১৩ তারিখের বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন-প্রস্তাবটি ১৩ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়

(৭) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (২) দফা অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ১৮ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী হিসাবে (১) জনাব আমির হোসেন আমু, (২) জনাব তোফায়েল আহমেদ, (৩) জনাব রাশেদ খান মেনন, (৪) বেগম রওশন এরশাদ, (৫) জনাব এবিএম রুহুল আমিন হাওলাদার ও (৬) জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এবং প্রতিমন্ত্রী পদে (১) জনাব মুজিবুল হক (চুন্নু) ও (২) বেগম সালমা ইসলামকে নিয়োগদান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ১৮ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(৮) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক Rules of Business 1996-এর rule 3B(i)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জনাব জিয়াউদ্দিন আহমেদ বাবলুকে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা পদে নিয়োগদান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ১৮ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে, ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ ও জনাব দিলীপ বড়ুয়াকে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা পদে নিয়োগদান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ২১ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে

এবং জনাব আনোয়ার হোসেন (মঞ্জু)কে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা পদে নিয়োগদান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ২৪ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(৯) ২১ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক গৃহীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ১৬ জন মন্ত্রী (১) ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ, (২) জনাব রাজিউদ্দিন আহমেদ রাজু, (৩) এ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন, (৪) জনাব সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত, (৫) ডঃ মহীউদ্দীন খান আলমগীর, (৬) জনাব মোঃ রেজাউল করিম হীরা, (৭) জনাব আবুল কালাম আজাদ, (৮) জনাব এনামুল হক মোস্তফা শহীদ, (৯) জনাব দিলীপ বড়ুয়া , (১০) জনাব মুহাম্মদ ফারুক খান, (১১) ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, (১২) ডা. মোঃ আফসারুল আমিন, (১৩) ডা. আ. ফ. ম রুহুল হক, (১৪) ডাঃ দীপু মনি, (১৫) জনাব আব্দুল লতিফ বিশ্বাস, (১৬) জনাব মোস্তফা ফারুক মোহাম্মদ এবং ১৪ জন প্রতিমন্ত্রী (১) এ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান, (২) ক্যাপ্টেন এ বি তাজুল ইসলাম (অবঃ), (৩) স্থপতি ইয়াফেস ওসমান, (৪) জনাব আহাদ আলী সরকার, (৫) এ্যাডভোকেট মোঃ শাহজাহান মিয়া, (৬) এ্যাডভোকেট আব্দুল মান্নান খান, (৭) এ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক, (৮) জনাব মোঃ মোতাহার হোসেন, (৯) জনাব মোহাম্মদ এনামুল হক, (১০) জনাব মজিবুর রহমান ফকির, (১১) জনাব ওমর ফারুক চৌধুরী, (১২) জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান, (১৩) জনাব মোঃ আব্দুল হাই, (১৪) বেগম মেহের আফরোজের পদত্যাগ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ২১ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(১০) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক Rules of Business 1996-এর rule 3 (iv)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রিগণের মধ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্ব বণ্টন/পুনর্বণ্টন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ২১ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(১১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৫ জন উপদেষ্টা যথা: (১) জনাব এইচ টি ইমা ম, (২) ড. মসিউর রহমান, (৩) অধ্যাপক ডা. সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী, (৪) ড. আলাউদ্দিন আহমেদ ও (৫) ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম -এর পদত্যাগ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ২৮ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(১২) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী Rules of Business, 1996-এর rule 3B(ii)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ব্যারিস্টার শফিক আহমেদকে আইন ও বিচার বিষয়ক উপদেষ্টা, জনাব দিলীপ বড়ুয়াকে স্বাস্থ্য ও নারী উন্নয়ন বিষয়ক উপদেষ্টা, জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু-কে নৌ-পরিবহন এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিষয়ক উপদেষ্টা এবং জনাব জিয়াউদ্দিন আহমেদ বাবলুকে কৃষি, শিল্প ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক উপদেষ্টা পদে দায়িত্ব অর্পণ করেন। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ০৫ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(১৩) দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা ও প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট, বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের প্রেরণার উৎস এবং বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু নেলসন ম্যান্ডেলা ৫ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন । মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫ ব ছর। প্রজ্ঞাবান, দূরদর্শী ও সাহসী এই মহান নেতার মৃত্যুতে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার, জনগণ ও ম্যান্ডেলার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর শোক ও আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন এবং তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে মন্ত্রিসভার ০৯ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ১১ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(১৪) ০৬ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখের প্রজ্ঞাপন নম্বর ১১৮ জারির মাধ্যমে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদবিরোধী মহান নেতা ও বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু নেলসন ম্যান্ডেলার মৃত্যুতে ০৭ ডিসেম্বর

২০১৩ হতে ০৯ ডিসেম্বর ২০১৩ (শনি, রবি ও সোমবার) তিন দিন রাষ্ট্রীয়ভাবে শোক পালন এবং উল্লিখিত দিনসমূহে বাংলাদেশের সকল সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ও ভবন, সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়।

(১৫) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (৩) দফা অনুযায়ী দশম জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন সংসদ-সদস্য শেখ হাসিনাকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত প্রদান ও তাঁর নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠনের জন্য সম্মতি জ্ঞাপন এবং নতুন সরকার গঠনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্বের মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে বলে গণ্য হওয়া সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ০৯ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(১৬) Rules of Business, 1996-এর rule 3B (iii) অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী ১২ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখ পূর্বাহ্নে উপদেষ্টা হিসাবে ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ, জনাব দিলীপ বড়ুয়া, ড. গওহর রিজভী, জনাব আনোয়ার হোসেন (মঞ্জু), জনাব জিয়াউদ্দিন আহমেদ বাবলু এবং মেজর জেনারেল (অব.) তারিক আহমেদ সিদ্দিক-এর নিয়োগের অবসান করেন। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ১২ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(১৭) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (৩) দফা অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতি ১২ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে শেখ হাসিনাকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ১২ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(১৮) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (২) দফা অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতি ১২ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে জনাব আবুল মাল আ বদুল মুহিত, জনাব আমির হোসেন আমু , জনাব তোফায়েল আহমেদ, বেগম মতিয়া চৌধুরী, জনাব আবদুল লতিফ সিদ্দিকী, জনাব মোহাম্মদ নাসিম, সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম , খন্দকার মোশাররফ হোসেন , জনাব রাশেদ খান মেনন , অধ্যক্ষ মতিউর রহমান, ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, জনাব আ. ক. ম মোজাম্মেল হক , জনাব মোহাম্মদ ছায়েদুল হক, জনাব মুহাঃ ইমাজ উদ্দিন প্রামাণিক , জনাব ওবায়দুল কাদের , জনাব হাসানুল হক ইনু , জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ , জনাব আনোয়ার হোসেন , জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ , জনাব শাজাহান খান, জনাব আনিসুল হক , জনাব মোফাজ্জাল হোসেন চৌধুরী (মায়া) , জনাব মোঃ মুজিবুল হক , জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল , জনাব মোস্তাফিজুর রহমান , জনাব আসাদুজ্জামান নূর, সৈয়দ মহসিন আলী, জনাব শামসুর রহমান শরীফ এবং জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম -কে মন্ত্রী; জনাব মোঃ মুজিবুল হক (চুন্নু) , স্থপতি ইয়াফেস ওসমান, জনাব এম, এ, মান্নান , মির্জা আজম , জনাব প্রমোদ মানকিন, জনাব বীর বাহাদুর উ শৈ সিং , জনাব নারায়ণ চন্দ্র চন্দ , জনাব বীরেন শিকদার , জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন , জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী , বেগম ইসমাত আরা সাদেক , বেগম মেহের আফরোজ, জনাব মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গা , জনাব মোঃ শাহ্‌রিয়ার আলম, জনাব জাহিদ মালেক, জনাব নসরুল হামিদ এবং জনাব জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক -কে প্রতিমন্ত্রী এবং জনাব আবদুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব ও জনাব আরিফ খান জয় -কে উপমন্ত্রী পদে নিয়োগ দান করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের দায়িত্ব মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রিগণের মধ্যে বণ্টন করেন। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ১২ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(১৯) Rules of Business, 1996-এর rule 3B(i)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী ১২ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখ অপরাহ্নে জনাব এইচ টি ইমাম -কে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা; ড. মসিউর রহমান -কে প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা; ড. গওহর রিজভী-কে প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা এবং মেজর জেনারেল (অবঃ) তারিক আহমেদ

সিদ্দিক-কে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা উপদেষ্টা পদে নিয়োগ করেন। উপদেষ্টা পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন তাঁরা মন্ত্রীর পদমর্যাদা, বেতন-ভাতাদি ও আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ১২ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(২০) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জনাব হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে মন্ত্রীর পদমর্যাদায় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত (Special Envoy) হিসাবে নিয়োগ করে। উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন তিনি মন্ত্রীর পদমর্যাদা, বেতন-ভাতা এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্য হবেন। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ১২ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(২১) 'বেসরকারীকরণ আইন, ২০০০' (২০০০ সালের ২৫ নম্বর আইন)-এর ৭(২) ধারা অনুসারে সরকার প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের চেয়ারম্যান পদে মির্জা আবদুল জলিলের নিয়োগের অবসান করে। একই আইনের ৬(ক) ধারা অনুসারে সরকার প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগপ্রাপ্ত মোল্লা ওয়াহেদুজ্জামানকে সরকারের প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা, বেতন-ভাতা আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ১৫ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(২২) Rules of Business, 1996-এর rule 3B(i)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী ডঃ তৌফিক-ই-এলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম-কে প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা পদে নিয়োগ করেন। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ২৬ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়

(২৩) অবসরপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত জনাব মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিনকে প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায় অ্যামবাস্যাডর - অ্যাট-লার্জ হিসাবে নিয়োগ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(২৪) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১২ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখের প্রজ্ঞাপনের অনুবৃত্তিক্রমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী Rules of Business, 1996-এর rule 3(iv)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জনাব আবদুল লতিফ সিদ্দিকী , মন্ত্রী-কে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণা লয় এবং জনাব জুনাইদ আহ্ মেদ পলক , প্রতিমন্ত্রী-কে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের দায়িত্ব বণ্টন/পুনর্বণ্টন করেন। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(২৫) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (২) দফা অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতি ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে জনাব আবুল হাসান মাহমুদ আলী-কে মন্ত্রী এবং জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম-কে প্রতিমন্ত্রী পদে নিয়োগ দান করেন। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(২৬) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী Rules of Business, 1996-এর rule 3(iv)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মন্ত্রী, জনাব আবুল হাসান মাহমুদ আলী-কে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; প্রতিমন্ত্রী, জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম-কে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং উপমন্ত্রী, জনাব আবদুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব-কে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব বণ্টন/পুনর্বণ্টন করেন। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(২৭) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১২ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখের প্রজ্ঞাপনের অনুবৃত্তিক্রমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী Rules of Business, 1996-এর rule 3(iv)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রতিমন্ত্রী জনাব এম, এ, মান্নান-কে অর্থ মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পুনর্বণ্টন করেন। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ০৮ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(২৮) সরকার যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জনাব মোহাম্মদ জিয়াউ দ্দিনকে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত পদে নিয়োজিত থাকাকালীন প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা , বেতন-ভাতা ও আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে এবং প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায় অ্যামবাস্যাডার-অ্যাট-লার্জ হিসাবে নিয়োগের আদেশ বাতিল করে। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ৩০ জুন ২০১৪ তারিখে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(২৯) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োজিত সিনিয়র সচিব মোল্লা ওয়াহেদুজ্জামানের সিভিল সার্ভিস হতে অবসর গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে দেশ ও জাতির কল্যাণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার জন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের চেয়ারম্যান হিসাবে নূতন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাঁর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা ক রে মন্ত্রিসভার ১৬ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখের বৈঠকে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। একই বৈঠকে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খানে র সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে দেশ ও জাতির কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পরও তিনি দেশের সেবায় নিয়োজিত থাকবেন মর্মে আশা প্রকাশ করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ২১ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়।

(৩০) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব শেখ মোঃ ওয়াহিদ-উজ-জামান ০১ মার্চ ১৯৭৯ তারিখে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদানপূর্বক দীর্ঘ প্রায় ৩৫ বছর সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে সিভিল সার্ভিস হতে অবসর গ্রহণ করেন। কর্মজীবনে তিনি দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। বিশেষ করে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব থাকাকালে তিনি নদী ড্রেজিং কার্যক্রমে গভীর আগ্রহ ও কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব হিসাবে তাঁর সেবা ও কর্তব্যপরায়ণতা প্রশংসার দাবিদার। তাঁর সার্বক্ষণিক পরিবীক্ষণ সরকারের বিভিন্ন অগ্রাধিকার-কর্মসূচির দ্রুত বাস্তবায়নে সহায়ক হয়েছে। দেশ ও জাতির সেবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য শেখ মোঃ ওয়াহিদ-উজ-জামানকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং তাঁর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও দীর্ঘায়ু কামনা করে মন্ত্রিসভার ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখের বৈঠকে একটি ধন্যবাদ প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(৩১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ ২৪ আগস্ট ২০১৩ থেকে ৩১ আগস্ট ২০১৩ পর্যন্ত সিঙ্গাপুর; ২৭ অক্টোবর ২০১৩ থেকে ৩১ অক্টোবর ২০১৩ পর্যন্ত যুক্তরাজ্য; ০১ ডিসেম্বর ২০১৩ থেকে ০৬ ডিসেম্বর ২০১৩ ও ২৬ এপ্রিল ২০১৪ থেকে ০৩ মে ২০১৪ পর্যন্ত সিঙ্গাপুর; ০৯ ডিসেম্বর ২০১৩ থেকে ১২ ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ১২ জুন ২০১৪ থেকে ২২ জুন ২০১৪ পর্যন্ত বলিভিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রে সরকারি সফর করেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতির ঢাকা ত্যাগ ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকালে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রাষ্ট্রাচার সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করা হয়।

(৩২) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ০৪ জুলাই ২০১৩ থেকে ১০ জুলাই ২০১৩ পর্যন্ত যুক্তরাজ্য ও বেলারুশ ; ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৩ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র; ১৪ নভেম্বর ২০১৩ থেকে ১৫ নভেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত শ্রীলঙ্কা; ০৩ মার্চ ২০১৪ থেকে ০৪ মার্চ ২০১৪ পর্যন্ত মায়ানমার; ২৪ মে ২০১৪ থেকে ২৯ মে ২০১৪ পর্যন্ত জাপান এবং ০৬ জুন ২০১৪ থেকে ১১ জুন ২০১৪ পর্যন্ত চীনে সরকারি সফর করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঢাকা ত্যাগ ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকালে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রাষ্ট্রাচার সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করা হয়।

(৩৩) মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক দশম জাতীয় সংসদের অধিবেশন চলাকালীন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংসদ বিষয়ক যাবতীয় কার্য সম্পাদন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ২০ জানুয়ারি ২০১৪, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ এবং ০২ মার্চ ২০১৪ তারিখে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(৩৪) ২৯ এপ্রিল ২০১৪ তারিখের প্রজ্ঞাপন নম্বর ৬১ দ্বারা 'প্রাইভেটাইজেশন কমিশন ও বিনিয়োগ বোর্ড একীভূতকরণের প্রস্তাব প্রণয়ন কমিটি' গঠন করা হয়।

(৩৫) ১০ এপ্রিল ২০১৪ তারিখের ৫৪ নম্বর স্মারকে মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে তাঁর পর্যায়ে নিষ্পত্তিযোগ্য বিষয়সমূহ প্রধানমন্ত্রীর নিকট উপস্থাপন করতে হবে মর্মে পরিপত্র জারি করা হয়।

(৩৬) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে মন্ত্রিসভার বিবেচনার জন্য প্রাপ্ত সারসংক্ষেপসমূহের সংখ্যাগত পর্যাপ্ততা, প্রয়োজনানুগ সম্পূর্ণতা এবং কাঠামোগত শুদ্ধতা যাচাই করত ১৮৭টি সারসংক্ষেপ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন এবং সঠিকভাবে সারসংক্ষেপ প্রেরণের পরামর্শ প্রদানপূর্বক ২৯টি সারসংক্ষেপ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে ফেরত প্রদান করা হয়।

(৩৭) ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে মোট ১৯টি আইনের খসড়া নীতিগতভাবে এবং ৫৪টি আইনের খসড়া চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়।

(৩৮) ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে মোট ১২টি নীতিমালা/কর্মকৌশল/কর্মপরিকল্পনা এবং মোট ১৯টি আন্তর্জাতিক চুক্তি/সমঝোতা স্মারকের খসড়া মন্ত্রিসভায় অনুমোদন করা হয়।

(৩৯) মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ১৫ জুলাই ২০১৩, ২১ অক্টোবর ২০১৩, ২০ জানুয়ারি ২০১৪ ও ২১ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন করা হয়।

(৪০) মন্ত্রিসভা-বৈঠকে ২০০৯-২০১৩ মেয়াদে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়।

(৪১) ০১ জানুয়ারি ২০০৯ থেকে ১১ আগস্ট ২০১৩ পর্যন্ত সময়ে মন্ত্রিসভা কমিটি/পরিষদ/কমিশন/অন্যান্য কমিটির গঠন ও কার্যপরিধি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনসমূহের সঙ্কলন প্রকাশ করা হয়।

(৪২) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর ও সংস্থায় অনুসৃত উত্তম চর্চাসমূহের (Best practices) তথ্যাবলি সঙ্কলন করে প্রকাশ করা হয় এবং এর প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপি সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও তাদের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় প্রেরণ করা হয়।

(৪৩) ১৯৮৭ সালে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিপরিষদ-বৈঠকের কার্যবিবরণী, সারসংক্ষেপ ও বিজ্ঞপ্তিসমূহের মোট ০৮ খন্ড বাঁধাইকৃত বই মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের রেকর্ড অধিশাখা থেকে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের জন্য পরিচালক, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর-এর নিকট হস্তান্তর করা হয়।

(৪৪) ১৯৭৭ সালে প্রণীত সমরপুস্তক হালনাগাদকরণের জন্য ১৯ জুলাই ২০১০ থেকে সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি কাজ করছে। প্রতিবেদনাধীন সময়ে কমিটির মোট ১১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(৪৫) ২০১৪ সালের প্রারম্ভে জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে প্রদত্ত মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণ প্রণয়ন, মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন, মন্ত্রিসভার অনুমোদন গ্রহণ এবং ভাষণের কপি বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় মুদ্রণ করে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে সরবরাহ করা হয়।

(৪৬) মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের ২০১২-১৩ অর্থ-বছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন মন্ত্রিসভার অনুমোদন গ্রহণক্রমে প্রণয়ন, মুদ্রণ ও সীমিত আকারে বিতরণ করা হয়।

(৪৭) ২০১৩-১৪ অর্থ- বছরে সচিবালয় পত্র গ্রহণ কেন্দ্রের মাধ্যমে অভিযোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যক্তি/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান থেকে সর্বমোট ৬৭টি অভিযোগ/আবেদনপত্র পাওয়া যায় এবং প্রতিটি পত্র যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়। অভিযোগ সংক্রান্ত প্রাপ্ত ৬৭টি পত্রের মধ্যে ৩৪টি অভিযোগ/আবেদনপত্রের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অবহিত করা হয় এবং অবশিষ্ট ৩৩টি অভিযোগ/আবেদনপত্র নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়।

(৪৮) ২০১৩-১৪ অর্থ- বছরে দুর্নীতি দমন কমিশনে মোট ৬৭৫টি মামলা দায়ের, ১৫১টি চার্জশীট ও ১০২টি ফাইনাল রিপোর্ট (এফআরটি) দাখিল করা হয়।

(৪৯) বিভাগীয় কমিশনার এবং মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারগণের কাছ থেকে প্রাপ্ত পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের ভিত্তিতে জুলাই ২০১ ৩ থেকে জুন ২০১ ৪ পর্যন্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর ২৪টি সারসংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়। সারসংক্ষেপ সমূহে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী র প্রদত্ত অনুশাসন বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অনুরোধ করা হয়।

(৫০) মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাতটি Key Performance Indicators (KPI) নির্ধারণ করা হয় এবং KPI-গুলির বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণপূর্বক মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করা হয়।

(৫১) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সাতটি বিভাগ ও দেশের ৬৪টি জেলার সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম চালু করা হয় । এর মাধ্যমে মাঠপ্রশাসনের সঙ্গে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সরাসরি ও তাৎক্ষণিক যোগাযোগ সম্ভব হচ্ছে।

(৫২) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এক্সেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) কর্মসূচির সহায়তায় সরকারি দপ্তরসমূহে বাংলা ইউনিকোড ব্যবহার চালু করা হয় । অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহে ইউনিকোড ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ইউনিকোড ব্যবহার নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

(৫৩) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এক্সেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) কর্মসূচির সহায়তায় তথ্য-প্রযুক্তির মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় নাগরিক সেবা পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র স্থাপিত হয় । দেশের ৪,৫৯৮টি ইউনিয়ন পরিষদে ইউনিয়ন তথ্য সেবাকেন্দ্রের কার্যক্রম চলমান রয়েছে, যা থেকে সর্বসাধারণের পক্ষে তথ্য ও সেবা পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এ সকল সেবাকেন্দ্রের কার্যক্রম নিয়মিত পরিবীক্ষণের মাধ্যমে কেন্দ্রগুলির সেবার মান উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

(৫৪) এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)-এর সহায়তায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের 'সাপোর্টিং দি গুড গভর্ন্যান্স প্রোগ্রাম ' প্রকল্পের আওতায় নাগরিক অভিযোগ গ্রহণ ও প্রতিকারের জন্য কেন্দ্রীয় Grievances Redressing System গড়ে তোলা হয়েছে । এ ব্যবস্থাকে ডিজিটালাইজড করার লক্ষ্যে একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়।

(৫৫) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অনুমোদনের একবছর অতিক্রান্ত হওয়ায় মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহে সুশাসনের বিদ্যমান অবস্থা মূল্যায়ন, সংস্কার ও অগ্রগতির উদ্যোগ গ্রহণ এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অনুন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দকৃত গবেষণা খাতের অর্থ দ্বারা দুইজন গবেষক নিয়োগের মাধ্যমে মার্চ ২০১৪ মাসে এ বিভাগে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন ও সুশাসন শীর্ষক একটি গবেষণাকার্য সম্পাদন করা হয় । গবেষণায় মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আলোকে কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, দক্ষতা উন্নয়ন, অভিযোগ

ব্যবস্থাপনা, গভর্ন্যান্স পদ্ধতির উন্নয়ন, বিধি সংস্কার, তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন ও তথ্য প্রকাশ, সুশাসন পরিস্থিতি প্রভৃতি বিষয়ে বিশ্লেষণধর্মী চিত্র প্রতিফলিত হয়।

(৫৬) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রামের সহায়তায় দেশের ৬৪টি জেলায় জেলা ই-সার্ভিস পাইলটিং-এর কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে । জেলা ই-সার্ভিসের মাধ্যমে নাগরিকগণকে জেলা সদরে না এসে ইউআইএসসি 'র মাধ্যমে নির্দিষ্ট সেবা প্রাপ্তির সুযোগ নিশ্চিত করা হয়েছে । উক্ত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বর্তমানে ৬৪টি জেলায় ন্যাশনাল ই-সার্ভিস সিস্টেম (NESS)-এর পাইলটিং চলছে।

(৫৭) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে এটুআই প্রকল্পের সহযোগিতায় শহর অঞ্চলের নাগরিক দের জন্য ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কে ন্দ্রের অনুরূপ কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয় । ইতোমধ্যে পৌরসভা পর্যায়ে ৩১৯টি এবং সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড পর্যায়ে ৪০৭টি শহর তথ্য ও সেবা কেন্দ্র (TISC) স্থাপন করা হয়। এ সব তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে দেশের সকল নাগরিকের ই-সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হবে।

(৫৮) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রামের সহযোগিতায় একটি সমন্বিত জাতীয় ওয়েব পোর্টাল তৈরির কাজ সম্পন্ন হয় । এতে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর ছাড়াও ইউনিয়ন পর্যায়ে সকল সরকারি দপ্তরের তথ্য বাতায়ন সমন্বয় করা হয়েছে। প্রায় ২৫ ,০০০ অফিস এবং ৫ ,০০০ ডোমেইন -সমৃদ্ধ এ ওয়েব পোর্টালটি বিশ্বের সর্ববৃহৎ ওয়েব পোর্টাল হিসাবে আবির্ভূত হওয়ার অপেক্ষায় আছে । এর ফলে সকল পর্যায়ে সরকারি তথ্য ও সেবা নাগরিকের জন্য সহজলভ্য হবে।

(৫৯) 'রূপকল্প ২০২১'-এর আওতায় ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অগ্রযাত্রায় স্বীয় অধিক্ষেত্রে উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করার লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়। ইনোভেশন টিমগুলি নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়াকে সহজতর করার নিমিত্ত বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করছে। সরকারের সর্বস্তরে এ উদ্যোগকে সফল করে তোলার লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক এটুআই প্রকল্পের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে দেশব্যাপী ইনোভেশন টিমগুলির দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ কর্মশালা পরিচালনা করা হয়।

(৬০) মাঠ পর্যায়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ সম্পর্কে প্রচারণা, জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও আগ্রহ সৃষ্টি এবং জনগণের দোড় -গোড়ায় সেবা পৌছানো নিশ্চিত করার জন্য এটুআই-এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায়, বিভাগীয় কমিশনারগণের নেতৃত্বে ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে ডিজিটাল মেলা আয়োজন করা হচ্ছে। ডিজিটাল মেলায় সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্ভাবনী কার্যক্রমও প্রদর্শন করা হয়। এসব মেলা ই-সার্ভিস ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগসমূহ সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ পুরস্কার প্রদান করা হয়।

(৬১) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে এটুআই প্রকল্পের সহায়তায় আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটিয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে সরকারি কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ই-লার্নিং ব্যবস্থা চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়। বিসিএস (প্রশাসন) একাডেমি এবং বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এর পাইলটিং কার্যক্রম শুরু হয়।

(৬২) ঢাকায় নিযুক্ত বৃটিশ হাইকমিশনার Mr. Robert Gibson CMG, Dr. Carolyn Sunners, First Secretary, ঢাকাস্থ নেদারল্যান্ড দূতাবাসের First Secretary Food Security, Mr. Jan Willem NIBBERING, ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত Hanne Fugl Eskjaer, কুয়েত দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত Mr. Ali Ahmad Ebraheem Al-Dafiri, নেপালের রাষ্ট্রদূত H.E Mr. Hari Kumar Shrestha, International Rice Research Institute (IRRI) এর Mr.

Timothy Russel, Chief of Party of USAID-funded CSISA/IRRI Project, Ms. Lotetta Hempsall, Manager Corporate Service, USAID-funded CSISA project/IRRI, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)-এর প্রতিনিধি Mr. Mike Robson, International Fertilizer Development Center (IFDC)-এর Resident Representative Ms. Ishrat Jahan, এবং Mr. Grahame Hunter, Chief of Party AAPI-IFDC–এর প্রতিনিধি-কে বিভিন্ন জেলা সফরে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও নিরাপত্তা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদেরকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

(৬৩) ০৩ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের ১১০ বরগুনা-২ নির্বাচনী এলাকার শূ ন্য আসনের উপনির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১ -এর বিধান অনুসরণ সংক্রান্ত এবং উক্ত নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা প্রদানের জন্য দুটি স্মারক জারি করা হয়।

(৬৪) দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা প্রদান এবং নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১-এর বিধান অনুসরণ ও নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল জেলা প্রশাসকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হয়।

(৬৫) দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক জারিকৃত প্রজ্ঞাপন/পরিপত্র ইত্যাদি অনুসরণের জন্য সকল বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক এবং সংশিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হয়। এছাড়া, নির্বাচনের সময় নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য বিদ্যুৎ বিভাগকে অনুরোধ করা হয়।

(৬৬) দশম জাতীয় সংসদের ১ ২৩ বরিশাল-৫ নির্বাচনী এলাকার শূন্য ঘোষিত আসনের উপনির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১-এর বিধান অনুসরণ এবং নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা প্রদানের জন্য ২টি পরিপত্র জারি করা হয়।

(৬৭) ভোটার তালিকা হালনাগাদ কার্যক্রম , ২০১৪ সুষ্ঠুভাবে ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং মাঠ পর্যায়ের অধীন স্থ সকল অধিদপ্তর/প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিবগণকে অনুরোধ করা হয়।

(৬৮) দশম জাতীয় সংসদের ২৪ রংপুর-৬ নির্বাচনী এলাকার শূন্য ঘোষিত আসনের উপনির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা প্রদানের জন্য ২টি পরিপত্র জারি করা হয়।

(৬৯) চতুর্থ উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা প্রদানের জন্য ২টি পরিপত্র জারি করা হয়।

(৭০) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ২১৬টি অভিযোগ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে বিভাগীয় মামলার জন্য অনুমতি প্রদান করা হয় ২৪টির বিপরীতে এবং অভিযোগ নথিজাত হয় ১৫৪টি, অর্থাৎ মোট নিষ্পত্তি হয় ১৭৮টি, অবশিষ্ট ৩৮টি অভিযোগ বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকদের নিকট তদন্তাধীন রয়েছে।

(৭১) বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে প্রাপ্ত স্পর্শকাতর/চাঞ্চল্যকর বিষয়ের ওপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে ১৬১টি পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৭২) কারাগারে আটক শিশু-কিশোরদের অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে গঠিত জাতীয় টাস্কফোর্সের ১৭শ সভা গত ৩০ মার্চ ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রতিমাসে কারাগারে আটক শিশু-কিশোরদের মুক্তিদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণকে অনুরোধ জানানো হয়।

(৭৩) ঢাকা জেলার সাভার বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অবস্থিত রানা প্লাজা ভবন ধসের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত তদন্ত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ২৫ জুলাই ২০১৩ তারিখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বিনিয়োগ বোর্ড, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়।

(৭৪) বঙ্গবন্ধু সেতুর বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ০৭ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সচিব, সেতু বিভাগ এবং সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়-কে অনুরোধ জানানো হয়।

(৭৫) ক্ষতিকর তামাক ব্যবহার হতে জনগণকে নিরুৎসাহিত করতে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে গঠিত জেলা ও উপজেলা টাস্কফোর্স সক্রিয়করণ এবং নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনার নির্দেশনা প্রদানের জন্য ২৬ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখের সকল বিভাগীয় কমিশনারকে অনুরোধ জানানো হয়।

(৭৬) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দিবস যথা –'শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস , ২০১৩'; 'মহান বিজয় দিবস, ২০১৩'; 'মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস , ২০১৪'; 'পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সাঃ) ২০১৪'; 'শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ২০১৪'; 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৪তম জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস , ২০১৪'; 'মুজিবনগর দিবস, ২০১৪'; 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস, ২০১৪' এবং 'মহান মে দিবস, ২০১৪' যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত জাতীয় কর্মসূচির নিরিখে বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মসূচি পালন এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অনুরূপ কর্মসূচি গ্রহণের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণকে অনুরোধ করা হয়।

(৭৭) ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা সংক্রান্ত নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ২৯,৩৫২টির বিপরীতে ৫২,০৪৪টি ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয় । এ সময়ে ১,১২,২৬১টি মামলা দায়ের করা হয় এবং ২১,৪১,৬৬,১৪১ টাকা জরিমানা আদায় করা হয় । প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ১৭৭ শতাংশ।

(৭৮) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন জেলা সফরকালে বিদ্যমান আইন, অধ্যাদেশ, বিধিমালা, নীতিমালা এবং আদেশ ও পরিপত্র মোতাবেক তাঁদের নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা প্রদান, যথাযথ রাষ্ট্রাচার অনুসরণ এবং প্রয়োজনীয় যানবাহন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার সমন্বয় সাধনের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকগণকে নির্দেশনা প্রেরণ করা হয়।

(৭৯) ব্যয়বহুল স্থান হিসাবে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় বর্ধিত হারে বাড়ি ভাড়া ও ভ্রমণ ভাতা নির্ধারণ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ০৯ জুলাই ২০১৩ তারিখে সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৮০) কক্সবাজার জেলার নাফ নদীর কিয়দং শে বাংলাদেশ কর্তৃক দেয়াল নির্মাণ সংক্রান্ত মায়ানমার সরকারের প্রতিবাদের বিষয়ে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য ৩১ জুলাই ২০১৩ তারিখে জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৮১) পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) আইন নিয়ে আন্দোলন পরিস্থিতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন এবং স্মারকলিপি ০৫ আগস্ট ২০১৩ তারিখে সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয়।

(৮২) পদ্মা নদীর পানি আকস্মিক বৃদ্ধিতে রাজশাহী মহানগরীসহ রাজশাহীর নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা এবং তীব্র নদী ভাঙ্গন রোধ বিষয়ে ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বরাবর প্রত্র প্রেরণ করা হয়।

(৮৩) সাভারে 'রানা প্লাজা' ভবন ধসের পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের একদিনের বেতনের সমপরিমাণ অর্থ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে প্রদানের বিষয়ে ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৮৪) 'জাতির পিতার পরিবার-সদস্যগণের নিরাপত্তা আইন, ২০০৯ '-এর আলোকে জনাব সজীব ওয়াজেদ জয়-এর নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে সকল বিভাগীয় কমিশনার ও সকল জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৮৫) সীমান্ত এলাকায় বীট স্থাপনের অনুমতি প্রদানের বিষয়ে ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৮৬) পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে সড়কপথে যাত্রী-সাধারণের যাতায়াত নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বিষয়ে সকল বিভাগীয় কমিশনার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৮৭) পবিত্র ঈদ-উল-আযহা ২০১৩ উপলক্ষে দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও কাঁচা চামড়া পাচার রোধসহ প্রাসঙ্গিক বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী ১০ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে সকল বিভাগীয় কমিশনার বরাবর প্রেরণ করা হয়।

(৮৮) কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রণীত "Master Plan for Agricultural Development in Southern Region of Bangladesh" শীর্ষক মহাপরিকল্পনা র সফল বাস্তবায়নে জেলা এবং উপজেলা বাস্তবায়ন কমিটিতে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অন্তর্ভুক্তকরণে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মতি জানিয়ে ৩১ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৮৯) মাঠ প্রশাসনের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ইউনিসেফের সহায়তাপুষ্ট "Local Capacity Building and Community Empowerment" কর্মসূচির ফলপ্রসূ বাস্তবায়নের নিমিত্ত কমিটির সদস্যবৃন্দের নিয়মিত অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ বিষয়ে ৩১ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে সংশ্লিষ্ট ২০ জন জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৯০) 'Development of Bangladesh Poverty Database (BPD) Project Component-3 of the Strengthening the Safety Net System for the Poorest (SNSP)' শীর্ষক প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম সম্পন্নের লক্ষ্যে জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটি ও উপজেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠনে মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাগণকে অন্তর্ভুক্তকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মতির বিষয়ে ১৪ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৯১) ২০১৩-১৪ সালে বিভিন্ন চিনিকল-এলাকায় বিধিবহির্ভূতভাবে আখ মাড়াইকলে গুড় উৎপাদন বন্ধ এবং ইক্ষু-এলাকায় ইক্ষু ও গুড়ের অবাধ চলাচল নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত ১৮ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে ২০টি জেলার জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৯২) বাংলাদেশ রেলওয়ের মাধ্যমে বিশেষ ব্যবস্থায় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী পরিবহনের জন্য মালবাহী ট্রেনে সতর্ক পাহারার ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত বাংলাদেশ রেলওয়েকে সহযোগিতা প্রদানের জন্য ২৪ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে সকল জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৯৩) দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে বিরোধীদল ঘোষিত সড়ক, নৌ ও রেলপথ অবরোধ কর্মসূচি চলাকালে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা নিরবচ্ছিন্ন রাখা র বিষয়ে ২৭ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং সকল জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৯৪) বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, সঞ্চালন কেন্দ্র, বিতরণ কেন্দ্র ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা প্রদান ও মনিটরিং বিষয়ে ০৫ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে সকল জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৯৫) জেলা গেজেটিয়ার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কমিটিতে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে এবং বিভাগীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরামর্শক কমিটিতে বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসককে অন্তর্ভুক্তকরণ ও 'ট্রেনদেনিং জিও কোডিং সিস্টেম' কর্মসূচির আওতায় জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে কমিটি গঠনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মতি জ্ঞাপন করে যথাক্রমে সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।
(৯৬) 'একুশতম জাতীয় টিকা দিবস' এবং 'হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন' বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান বিষয়ে ১৯ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে সকল জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৯৭) দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে গৃহীত পদক্ষেপ সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট ৭টি মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিব এবং সকল বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ করা হয়।

(৯৮) জ্বালানি তেলের আমদানি, সরবরাহ ও নিরাপত্তা বিষয়ে ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে সকল বিভাগীয় কমিশনার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৯৯) আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য ০৮ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে সকল বিভাগীয় কমিশনার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১০০) জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ে যৌথ সীমান্ত সম্মেলন অনুষ্ঠানের বিষয়ে ০৭ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১০১) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত নদীর তীর সংরক্ষণ কাজে সিসি ব্লক/বোল্ডার/হার্ডরক/বালি ভর্তি জিও ব্যাগ ফেলার আগে স্থানীয় প্রশাসন/ব্যক্তিবর্গকে সম্পৃক্তকরণের বিষয়ে ০৮ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১০২) Technical Management Committee (TMC)-তে জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি মনোনয়নের বিষয়ে ২৩ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ব রাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১০৩) বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির জেলা অফিস পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কক্ষ বা জমি বরাদ্দ প্রদান বিষয়ে ০৬ মে ২০১৪ তারিখে ১২টি জেলার জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১০৪) নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী মজুদ, সরবরাহ ও মূল্য পরিস্থিতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে আমদানিকারক ও সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে জরুরি মতবিনিময় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ০৬ মে ২০১৪ তারিখে সকল বিভাগীয় কমিশনার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১০৫) 'জঙ্গীবাদ প্রতিরোধ এবং প্রতিকার' সংক্রান্ত কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ০৬ মে ২০১৪ তারিখে সকল বিভাগীয় কমিশনার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১০৬) বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষা, বালু ও তুরাগ নদীর তীরভূমিতে স্থাপিত সীমানা পিলার বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক বুঝে নেওয়ার বিষয়ে ২৭ মে ২০১৪ তারিখে সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১০৭) বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত করে এমন অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১০৮) ফলদ বৃক্ষ রোপন পক্ষ ২০১৪ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনী উদ্‌যাপনের জন্য প্রস্তাবিত কমিটিগুলিতে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মতি ২৯ মে ২০১৪ তারিখে সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়।

(১০৯) বিয়ানীবাজার উপজেলাধীন শেওলা স্থল বন্দর দিয়ে কয়লা আমদানিতে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ০২ জুন ২০১৪ তারিখে সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১১০) কুষ্টিয়া জেলার শিলাইদহে অবস্থিত রবীন্দ্র কুঠিবাড়িতে ভারত সরকারের অনুদানে রবীন্দ্রভবন নির্মাণের জন্য গঠিত কমিটিতে জেলা প্রশাসনের একজন কর্মকর্তাকে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মতি ০৯ জুন ২০১৪ তারিখে সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয়।

(১১১) চা-বাগানের শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ন্যূনতম ২০০ টাকায় উন্নীতকরণের বিষয়ে জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জের প্রস্তাব বিবেচনার জন্য ০৯ জুন ২০১৪ তারিখে সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১১২) মাঠ পর্যায়ে ভূমি জরিপ কাজে স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে জেলা সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট কমিটি গঠনে জেলা প্রশাসককে সভাপতি এবং উপজেলা কমিটিতে উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মতি জানিয়ে ০৯ জুন ২০১৪ তারিখে সিনিয়র সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১১৩) ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে হবিগঞ্জ জেলার অলিপুর রেলগেইট ও লস্করপুর রেলগেইটে জরুরি ভিত্তিতে ওভারব্রিজ নির্মাণের বিষয়ে জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জের প্রস্তাব ১২ জুন ২০১৪ তারিখে সড়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

(১১৪) পবিত্র রমজান মাসে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী বাজারে সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, গার্মেন্টস শ্রমিকদের বেতন-ভাতাদি যথাসময়ে পরিশোধসহ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত ১৭ জুন ২০১৪ তারিখে সকল বিভাগীয় কমিশনার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১১৫) নতুন চারটি সীমান্ত হাট চালু করার বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত স চিবের সভাপতিত্বে "সীমান্ত হাট ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে গঠিত কমিটি''র সভা আহ্বানের বিষয়ে সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১১৬) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ও যুগ্মসচিবগণ কর্তৃক ৬টি জেলা এবং উপসচিব ও সিনিয়র সহকারী সচিবগণ কর্তৃক ১১টি উপজেলা পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রদত্ত মন্তব্য/সুপারিশের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে পত্র দেওয়া হয়।

(১১৭) জেলা প্রশাসক, সিলেটকে ভারতের নয়াদিল্লীতে বাংলাদেশ-ভারত স্বরাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের ১৪তম সভা এবং Joint Working Group-JWG-এর সভায় অংশগ্রহণের জন্য শর্তসাপেক্ষে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মতি/মতামত জ্ঞাপন করা হয়।

(১১৮) Australian Leadership Awards Fellowships (ALAF)-এর চতুর্দশ রাউন্ডে Monash University-তে অনুষ্ঠেয় প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য মনোনীত ১৪ জন কর্মকর্তাকে ভ্রমণের অনুমতি প্রদান করা হয়।

(১১৯) জনাব হাওলাদার মোঃ রকিবুল বারী, জেলা প্রশাসক (চলতি দায়িত্ব), নড়াইলকে খুলনা জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পদে যোগদানের নিমিত্ত ছাড়পত্র প্রদানের জন্য বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা এবং জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, নড়াইলকে ভারতে অনুষ্ঠেয় Two-Week Mid-Career Training on Field Administration 3rd Batch প্রশিক্ষণে যোগদানের নিমিত্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক, নড়াইলকে অনুরোধ জানিয়ে পত্র দেওয়া হয়। জনাব মোঃ রায়হান কাওছার, জেলা প্রশাসক (চ লতি দায়িত্ব), নড়াইলকে ভারতে অনুষ্ঠেয় Two-Week Mid-Career Training on Field Administration প্রশিক্ষণে পরবর্তী ব্যাচে অন্তর্ভূক্তিকরণের নিমিত্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়।

(১২০) জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান, জেলা প্রশাসক, চট্রগ্রামকে নেপালের রাজধানী কাঠমু ণ্ডুতে অনুষ্ঠেয় 5th South Asian Conference on Sanitation (SACOSAN-V) সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য নেপাল ভ্রমণ ও জনাব মোহাম্মদ রুহুল আমিন, জেলা প্রশাসক, কক্সবাজারকে জাপানে JICA Counterpart Meeting & Study Tour on Power Sector শীর্ষক প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের নিমিত্ত জাপান ভ্রমণ এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের আওতায় Exposure to Rural Development Initiatives in Thailand: Community Level Agro Processing and Marketing to Generate Income and Create Employment শীর্ষক শিক্ষা সফরে মাঠ প্রশাসনের প্রতিনিধি হিসাবে জনাব মোঃ আলাউদ্দিন আলী, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কাপাসিয়া, গাজীপুর ও জনাব মোঃ মনিরুল আলম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বরকল, রাঙ্গামাটিকে অংশগ্রহণের নিমিত্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মতি প্রদান করা হয়।

(১২১) প্রতিবেদনাধীন বছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ৩টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়।

৭.২ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভ্যন্তরীণক্ষেত্রে সম্পাদিত কার্যাবলি

(১) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে র কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং দাপ্তরিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে 'সারসংক্ষেপ প্রণয়ন এবং Manners and Etiquette' ও 'আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন পদ্ধতি এবং রীট ও প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ' শীর্ষক প্রশিক্ষণে মোট ৪৪ জন প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা; 'আচরণ, শৃঙ্খলা এবং অফিস ব্যবস্থাপনা কোর্স '-এ ৪১ জন দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা ও ৩৩ জন তৃতীয় শ্রেণির কর্মচা রী এবং 'অফিস ব্যবস্থাপনা সহায়তা কোর্স-এ ৪৮ জন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

(২) 'ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অব ক্যাবিনেট ডিভিশন ' শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভা গের কর্মকর্তা/কর্মচা রীদেরকে 'Training on Computer Fundamentals; Advanced Training on Hardware, Software, Network, Troubleshooting & Unicode'; 'Training on PHP, MySql & Zend PHP 5.3 Course; Training on Server & Security Administration '; 'Training on Basic Computer & Photocopier Operation'; 'Training on Discipline & Cleanliness'; 'Training on Catering (Food and Beverage Service) '; 'Training Course on Rules of Business, Secretarial Instruction, Negotiation skill development & preparation on notification & circular, summery, regulation, minutes'; 'Training Course on Development Project Proposal (DPP), Procurement Act & Rules (PPA-2006 & PPR-2007)' শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

(৩) 'Capacity Development of Cabinet Division' শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বিভাগীয় কমিশনার অফিস এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ১৫০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে Training on Information Exchange Mangement System (IEMS)-এর আওতায় Fort-nightly Confidential Report (FCR) এবং Video Conferencing System (VCS) সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

(৪) ০৩ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার সিদ্ধান্তের আলোকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০১৩-১৪ অর্থ- বছরের বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় এবং ত্রৈমাসিক বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন অর্থ বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়।

(৫) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের হালনাগাদকৃত মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো ও ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট প্রাক্কলন (৩২৩৩.১২ লক্ষ টাকা) প্রণয়ন করে বাজেট ব্যবস্থাপনা ক মিটির সভায় অনুমোদন গ্রহণপূর্বক ৩০ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখেঅর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

(৬) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০০৯-১০, ২০১০-১১, ২০১১-১২, ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪ অর্থ- বছরের বাজেটে ঘোষিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে প্রস্তুতপূর্বক অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

(৭) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০১৩-১৪ অর্থ- বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (আরএডিপি) অতিরিক্ত চাহিদার বিশ্লেষণ প্রস্তুতপূর্বক ৩০ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

(৮) '২০১৪-১৫ অর্থ- বছরের মঞ্জুরি ও বরাদ্দের দাবিসমূহ ' (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) শীর্ষক বাজেট পুস্তিকায় সংযোজনের নিমিত্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মৌলিক ও সাম্প্রতিক কার্যাবলির প্রতিবেদন (বাংলা ও ইংরেজিতে) প্রণয়ন করে ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

(৯) মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় অন্তর্ভুক্তির জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রাসঙ্গিক ও হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত সংবলিত প্রতিবেদন (বাংলা ও ইংরেজিতে) প্রণয়ন করে ০৯ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

(১০) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচির ২০১২-১৩ অর্থ-বছরের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ২৬ আগস্ট ২০১৩ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

(১১) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতায় জনপ্রশাসন সংস্কার ও সুশাসন বিষয়ে মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য গৃহীত 'ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অব ফিল্ড এডমিনিস্ট্রেশন' শীর্ষক কর্মসূচির পিপিএনবি অনুমোদনের জন্য ১৪ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

(১২) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর ব্যতীত রাজস্ব (Non-Tax Revenue) ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডবহির্ভূত কর রাজস্ব (Non-NBR-Tax Revenue) সংক্রান্ত আয়ের প্রাক্কলন প্রস্তুত করে ০২ মার্চ ২০১৪ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

(১৩) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০১২-১৩ অর্থ-বছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন, মুদ্রণ ও প্রকাশ করা হয়।

(১৪) ২০০৯-২০১৩ মেয়াদে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কার্যাবলি সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়।

পরিশিষ্ট-০১

২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাগণের তালিকা

মন্ত্রিপরিষদ সচিব

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি	কার্যকাল
	মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা পরিচিতি নম্বর-২৯২৩	মন্ত্রিপরিষদ সচিব	০১-০৭-২০১৩ থেকে ৩০-০৬- ২০১৪ পর্যন্ত

অতিরিক্ত সচিব

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি	কার্যকাল
১.	খন্দকার মোঃ ইফতেখার হায়দার পরিচিতি নম্বর-২৫৭১	অতিরিক্ত সচিব	০১-০৭-২০১৩ থেকে ১৮-০২-২০১৪ পর্যন্ত
২.	মোঃ নজরুল ইসলাম পরিচিতি নম্বর-১১৫৫	অতিরিক্ত সচিব	০১-০৭-২০১৩ থেকে ৩০-০৬-২০১৪ পর্যন্ত
৩.	এন. এম. জিয়াউল আলম পরিচিতি নম্বর-৩৩৯৪	অতিরিক্ত সচিব	১২-০৩-২০১৪ থেকে ৩০-০৬-২০১৪ পর্যন্ত
৪.	ইসতিয়াক আহমদ পরিচিতি নম্বর-৩৪৯৫	অতিরিক্ত সচিব	০১-০৭-২০১৩ থেকে ৩০-০৬-২০১৪ পর্যন্ত
৫.	মোঃ নূরুল করিম পরিচিতি নম্বর-৭২৫৯	অতিরিক্ত সচিব	০১-০৭-২০১৩ থেকে ১৯-০৬-২০১৪ পর্যন্ত
৬.	জনাব মোঃ মঈন উদ্দিন পরিচিতি নম্বর-৩৪১৮	অতিরিক্ত সচিব	১৩-০১-২০১৪ থেকে ৩০-০৬-২০১৪ পর্যন্ত

যুগ্মসচিব

ক্রমিক	**কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর**	**পদবি**	**কার্যকাল**
১.	জনাব মোঃ মঈন উদ্দিন পরিচিতি নম্বর-৩৪১৮	যুগ্মসচিব	০১-০৭-২০১৩ থেকে ১২-০১-২০১৪ পর্যন্ত
২.	মীর মোশাররফ হোসেন পরিচিতি নম্বর-৪৮০১	যুগ্মসচিব	০১-০৭-২০১৩ থেকে ১২-০৮-২০১৩ পর্যন্ত
ক্রমিক	**কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর**	**পদবি**	**কার্যকাল**
৩.	জনাব মোঃ আশরাফ শামীম পরিচিতি নম্বর-৪৬১৫	যুগ্মসচিব	১৪-০৮-২০১৩ থেকে ৩০-০৬-২০১৪ পর্যন্ত

৪.	মোঃ মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী পরিচিতি নম্বর-৪৫০৮	যুগ্মসচিব	০১-০৭-২০১৩ থেকে ৩০-০৬-২০১৪ পর্যন্ত
৫.	মো: মোস্তাফিজুর রহমান পরিচিতি নম্বর-৪৫৯৯	যুগ্মসচিব	১৭-০৬-২০১৪ থেকে ৩০-০৬-২০১৪ পর্যন্ত
৬.	মোঃ আবদুল ওয়াদুদ পরিচিতি নম্বর-৪৭৬৯	যুগ্মসচিব	০১-০৭-২০১৩ থেকে ৩০-০৬-২০১৪ পর্যন্ত
৭.	এম বজলুল করিম চৌধুরী পরিচিতি নম্বর-৪৮৭২	যুগ্মসচিব	০১-০৭-২০১৩ থেকে ০৪-০৬-২০১৪ পর্যন্ত
৮.	মোসাম্মৎ নাসিমা বেগম পরিচিতি নম্বর-৪০৭৪	যুগ্মসচিব (সংযুক্ত)	১৮-০৭-২০১৩ থেকে ৩০-০৬-২০১৪ পর্যন্ত
৯.	জনাব ফারুক আহমেদ পরিচিতি নম্বর-৫২৮৯	যুগ্মসচিব	০৯-১০-২০১৩ থেকে ৩০-০৬-২০১৪ পর্যন্ত
১০.	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন পরিচিতি নম্বর-৫৩৪৮	যুগ্মসচিব (সংযুক্ত)	১৮-০৭-২০১৩ থেকে ৩০-০৬-২০১৪ পর্যন্ত

উপসচিব

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি	কার্যকাল
১.	ড. শাহ মোহাম্মদ সানাউল হক পরিচিতি নম্বর-৪০২১	উপসচিব	২৩-০১-২০১৪ থেকে ৩০-০৬-২০১৪ পর্যন্ত
২.	মোসাম্মৎ নাসিমা বেগম পরিচিতি নম্বর-৪০৭৪	উপসচিব	০১-০৭-২০১৩ থেকে ১৭-০৭-২০১৩ পর্যন্ত
৩.	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন পরিচিতি নম্বর-৫৩৪৮	উপসচিব	০১-০৭-২০১৩ থেকে ১৭-০৭-২০১৩ পর্যন্ত
৪.	জনাব মোঃ সাইদুর রহমান পরিচিতি নম্বর-৫৫৪৪	উপসচিব	০১-০৭-২০১৩ থেকে ৩০-০৬-২০১৪ পর্যন্ত
৫.	জনাব মোঃ আব্দুল বারিক পরিচিতি নম্বর-৫৬১৭	উপসচিব	০১-০৭-২০১৩ থেকে ৩০-০৬-২০১৪ পর্যন্ত
ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি	কার্যকাল
৬.	বেগম সাবিহা পারভীন পরিচিতি নম্বর-৫৬৩২	উপসচিব	০১-০৭-২০১৩ থেকে ২২-০১-২০১৪পর্যন্ত
৭.	বেগম নীলিমা আখতার পরিচিতি নম্বর-৫৬৫৩	উপসচিব	০১-০৭-২০১৩ থেকে ১৯-০২-২০১৪ পর্যন্ত
৮.	জনাব মোঃ আজাদুর রহমান মল্লিক পরিচিতি নম্বর-৫৬৭৬	উপসচিব	০৪-০৫-২০১৪ থেকে ৩০-০৬-২০১৪ পর্যন্ত

৯.	জনাব শাব্বীর হোসেন পরিচিতি নম্বর-৫৭৪৩	উপসচিব	০১-০৭-২০১৩ থেকে ৩০-০৬-২০১৪ পর্যন্ত
১০.	জনাব বদরে মুনির ফেরদৌস পরিচিতি নম্বর-৫৭৪৫	উপসচিব	০১-০৭-২০১৩ থেকে ২৯-০৬-১৪ পর্যন্ত
১১.	জনাব মোঃ শাহ আলম পরিচিতি নম্বর-৫৭৫২	উপসচিব	০১-০৭-২০১৩ থেকে ০৭-০৮-২০১৩ পর্যন্ত
১২.	বেগম হাবিবুন নাহার পরিচিতি নম্বর -৬০৩৩	উপসচিব	০১-০৭-২০১৩ থেকে ৩০-০৬-২০১৪ পর্যন্ত
১৩.	বেগম খোরশেদা ইয়াসমীন পরিচিতি নম্বর-৬০৮০	উপসচিব	০১-০৭-২০১৩ থেকে ৩০-০৬-২০১৪ পর্যন্ত
১৪.	জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন পরিচিতি নম্বর-৫৭৬৮	উপসচিব	০১-০৭-২০১৩ থেকে ২৬-১২-২০১৩ পর্যন্ত
১৫.	খোন্দকার মোঃ আব্দুল হাই, পিএইচডি পরিচিতি নম্বর-৫৭৯৭	উপসচিব	২২-০৯-২০১৩ থেকে ৩০-০৬-২০১৪ পর্যন্ত
১৬.	জনাব হাবিবুর রহমান পরিচিতি নম্বর-৫৮২৬	উপসচিব	২৪-১০-২০১৩ থেকে ৩০-০৬-২০১৪ পর্যন্ত
১৭.	বেগম সানজিদা সোবহান পরিচিতি নম্বর-৬০০০	উপসচিব	০২-০৯-২০১৩ থেকে ২৬-০৫-২০১৪পর্যন্ত
১৮.	জনাব মোঃ নাজমুল হুদা সিদ্দিকী পরিচিতি নম্বর-৬৪১৩	উপসচিব	০১-০৭-২০১৩ থেকে ৩০-০৬-২০১৪ পর্যন্ত
১৯.	জনাব মোহাম্মদ আবদুল লতিফ পরিচিতি নম্বর-৬৪৫৫	মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব	০১-০৭-২০১৩ থেকে ০৪-০৮-২০১৩ পর্যন্ত
ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি	কার্যকাল
২০.	জনাব মোহাম্মদ খালেদ হাসান পরিচিতি নম্বর-৬৫২৫	উপসচিব	০১-০৭-২০১৩ থেকে ৩০-০৬-২০১৪ পর্যন্ত
২১.	ড. আবু শাহীন মোঃ আসাদুজ্জামান পরিচিতি নম্বর-৬৫৩১	উপসচিব	০১-০৭-২০১৩ থেকে ৩০-০৬-২০১৪ পর্যন্ত
২২.	ইয়াসমিন বেগম পরিচিতি নম্বর-৬৫৪০	উপসচিব	০১-০৭-২০১৩ থেকে ৩০-০৬-২০১৪ পর্যন্ত
২৩.	বেগম আয়েশা আক্তার পরিচিতি নম্বর-৬৫৭০	উপসচিব	০১-০৭-২০১৩ থেকে ৩১-০৮-২০১৩ পর্যন্ত

সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব/সহকারী প্রধান

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি	কার্যকাল

১.	জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন পরিচিতি নম্বর-৬৫০৯	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৩ থেকে ৩০-০৬-২০১৪ পর্যন্ত
২.	মনিরা বেগম পরিচিতি নম্বর-৬৬৩৪	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৩ থেকে ৩০-০৬-২০১৪ পর্যন্ত
৩.	জনাব মঈনউল ইসলাম পরিচিতি নম্বর-৬৬৪৬	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৩ থেকে ০৫-০৯-২০১৩ পর্যন্ত
৪.	জনাব মো:আবদুল্লাহ হারুন পরিচিতি নম্বর-৬৬৯৩	সিনিয়র সহকারী সচিব	১২-০৬-২০১৪ থেকে ৩০-০৬-২০১৪ পর্যন্ত
৫.	জনাব এমএম আরিফ পাশা পরিচিতি নম্বর-৬৭০৮	সিনিয়র সহকারী সচিব	১৯-০৩-২০১৪ থেকে ৩০-০৬-২০১৪ পর্যন্ত
৬.	জনাব আলতাফ হোসেন সেখ পরিচিতি নম্বর-৬৭১৫	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৩ থেকে ১০-০৩-২০১৪ পর্যন্ত
৭.	জনাব মোঃ ছাইফুল ইসলাম পরিচিতি নম্বর-৬৭৮৯	সিনিয়র সহকারী সচিব	২৭-০৩-২০১৪ থেকে ৩০-০৬-২০১৪ পর্যন্ত
৮.	ড. সৈয়দা ফারহানা নুর চৌধুরী পরিচিতি নম্বর-৬৮০৮	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৩ থেকে ৩০-০৪-২০১৪ পর্যন্ত
৯.	বেগম তাহমিনা ইয়াসমিন পরিচিতি নম্বর-৬৮১৩	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৩ থেকে ৩০-০৬-২০১৪ পর্যন্ত

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি	কার্যকাল
১০.	রিয়াসাত আল ওয়াসিফ পরিচিতি নম্বর-১৫০৪০	সিনিয়র সহকারী সচিব	০৩-১১-২০১৩ থেকে ৩০-০৬-২০১৪ পর্যন্ত
১১.	জনাব মোঃ ওসমান গনি পরিচিতি নম্বর-১৫০৮১	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৩ থেকে ২৮-০৭-২০১৩ পর্যন্ত
১২.	জনাব মোঃ ওসমান গনি পরিচিতি নম্বর-১৫০৮১	মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব	২৯-০৭-২০১৩ থেকে ৩০-০৬-২০১৪ পর্যন্ত
১৩.	জনাব এম কাজী এমদাদুল ইসলাম পরিচিতি নম্বর-১৫১০২	সিনিয়র সহকারী সচিব	০৮-১০-২০১৩ থেকে ৩০-০৬-২০১৪ পর্যন্ত
১৪.	জনাব মোহাম্মদ কামরুল হাসান পরিচিতি নম্বর-১৫১১১	সিনিয়র সহকারী সচিব	০৭-১০-২০১৩ থেকে ৩০-০৬-২০১৪ পর্যন্ত
১৫.	বেগম লুবনা সিদ্দিকী পরিচিতি নম্বর-১৫৩০৪	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৩ থেকে ৩০-০৪-২০১৪ পর্যন্ত

১৬.	কাজী নিশাত রসুল পরিচিতি নম্বর-১৫৩২৫	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৩ থেকে ৩০-০৬-২০১৪ পর্যন্ত
১৭.	মোঃরফিকুল ইসলাম পরিচিতি নম্বর-১৫৫০৬	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৩ থেকে ৩০-০৬-২০১৪ পর্যন্ত
১৮.	মোহাম্মদ জাহেদুর রহমান পরিচিতি নম্বর-১৫৫৭৪	সিনিয়র সহকারী সচিব	১২-০৬-২০১৪ থেকে ৩০-০৬-২০১৪ পর্যন্ত
১৯.	বেগম জেসমীন আক্তার পরিচিতি নম্বর-১৫৬৯৬	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৩ থেকে ৩১-০৮-২০১৩ পর্যন্ত
২০.	জনাব মুকতাদির আজিজ পরিচিতি নম্বর-১৫৭৭৭	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৩ থেকে ৩০-০৬-২০১৪ পর্যন্ত
২১.	কাজী নূরুল ইসলাম পরিচিতি নম্বর-১৫৮৭১	সিনিয়র সহকারী সচিব	২৪-১০-২০১৩ থেকে ৩০-০৬-২০১৪ পর্যন্ত
২২.	জনাব হোসেন আহমেদ পরিচিতি নম্বর-১৫৮৭৬	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৩ থেকে ৩১-০৮-২০১৩ পর্যন্ত

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি	কার্যকাল
২৩.	জনাব মোহাম্মদ খালেদ-উর-রহমান পরিচিতি নম্বর-১৫৯৩৮	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৩ থেকে ৩০-০৬-২০১৪ পর্যন্ত
২৪.	বেগম শারমীনা নাসরিন পরিচিতি নম্বর - ১৫০৩১	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৩ থেকে ৩০-০৪-২০১৪ পর্যন্ত
২৫.	জনাব দেবোত্তম সান্যাল পরিচিতি নম্বর-০৪৬৯	সহকারী প্রধান	০১-০৭-২০১৩ থেকে ১১-০৯-২০১৩ পর্যন্ত
২৬.	বেগম মুন্না রাণী বিশ্বাস পরিচিতি নম্বর-০৬০৯	সহকারী প্রধান	১২-০৯-২০১৩ থেকে ৩০-০৬-২০১৪ পর্যন্ত
২৭.	জনাব জয়নাল আবেদীন পরিচিতি নম্বর-১১১৩৭	সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৩ থেকে ৩০-০৬-২০১৪ পর্যন্ত
২৮.	জনাব মোঃ আবদুর রব মিয়া পরিচিতি নম্বর-১১২৭৪	সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৩ থেকে ৩০-০৬-২০১৪ পর্যন্ত

পরিশিষ্ট-০২

২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ(KPI)

ক্রমিক	কর্মকৃতি নির্দেশক	পরিমাপের একক (সংখ্যা/শতকরা হার)	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা	সন্তোষজনক/ সন্তোষজনক নয়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	মন্ত্রিসভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার	শতকরা হার	২৪৩ (১০০%)	১৭৮টি (৭৩.২৫%)	সন্তোষজনক	মন্ত্রিসভার কতিপয় সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন দীর্ঘমেয়াদি ও কতিপয় সিদ্ধান্ত চলমান প্রকৃতির।
২.	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার	শতকরা হার	৪০ (১০০%)	৩৬ (৯০%)	সন্তোষজনক	-
৩.	মন্ত্রিসভায় আইন/ নীতিমালা/ কর্মকৌশল/কমপরিকল্পনা অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের হার	শতকরা হার	৮২ (১০০%)	৮২ (১০০%)	সন্তোষজনক	-
৪.	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তাগণের মাঠ পর্যায়ের অফিস পরিদর্শন প্রমাপ বাস্তবায়নের হার	সংখ্যা ও শতকরা হার	৩৬ (১০০%)	৪৭ (১৩১%)	সন্তোষজনক	লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গেছে।
৫.	জেলা প্রশাসকগণের বাৎসরিক পরিদর্শন প্রমাপ বাস্তবায়নের হার	সংখ্যা ও শতকরা হার	৪৬০৮ (১০০%)	৭,৮৩০ (১৭০%)	সন্তোষজনক	লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গেছে।
৬.	জেলা প্রশাসক সম্মেলনে জেলা প্রশাসন-সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত (স্বল্পমেয়াদি) বাস্তবায়নের হার	সংখ্যা ও শতকরা হার	১৫৯ (১০০%)	১৫৩ (৯৬.২৩%)	সন্তোষজনক	-
৭.	বাৎসরিক মোবাইল কোর্ট পরিচালনার প্রমাপ বাস্তবায়নের হার	সংখ্যা ও শতকরা হার	২৯,৩৫২ (১০০%)	৫২,০৪৪ (১৭৭%)	সন্তোষজনক	লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গেছে।

পরিশিষ্ট-০৩

২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতাধীন প্রকল্প/কর্মসূচি সম্পর্কিত তথ্য

২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতায় মোট তিনটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল। তিনটি প্রকল্পের মধ্যে একটি অনুন্নয়ন বাজেটের অধীন 'Capacity Development of Cabinet Division'; অন্য দু 'টি হচ্ছে উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় কারিগরি সহায়তা প্রকল্প যথা - 'Supporting the Good Governance Programme' এবং 'Improving Public Administration and Services Delivery through E-Solutions: Improving GRS (Output-3)'। এ অর্থ-বছরে 'Capacity Development of Cabinet Division' শীর্ষক কর্মসূচিতে বরাদ্দ ছিল ১৫৭.৭২ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে ব্যয় হয়েছে ১৩৩.২৪ লক্ষ টাকা। অন্যদিকে , 'Supporting the Good Governance Programme'-এ জিওবি বরাদ্দ ছিল ২.০০ লক্ষ টাকা কিন্তু প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পন্নের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কোন কর্মকা ণ্ড না থাকায় উক্ত অর্থ সমর্পণ করা হয় । 'Improving Public Administration and Services Delivery through E-Solutions: Improving GRS (Output-3)' প্রকল্পে বরাদ্দ ছিল ১৩২.০০ লক্ষ টাকা ; তন্মধ্যে জিওবি বরাদ্দ ৪.০০ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্যে ১২৮.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি র বিপরীতে সংশোধিত এডিপিতে মে মাসের শেষ সপ্তাহে বরাদ্দ পাওয়া যায়। স্বল্প সময়ে ব্যয় করা সম্ভব হবে না বিধায় জিওবি অংশের ১.০০ লক্ষ টাকা সমর্পন করা হয়। অবশিষ্ট ৩.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ব্যয় হয় ০.৯৭ লক্ষ টাকা। প্রকল্প সাহায্য সরাসরি দাতা সংস্থা কর্তৃক ব্যয় হয়। প্রকল্পগুলির মূল উদ্দেশ্য , ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরের বরাদ্দ এবং ব্যয় ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

(ক) প্রকল্প /কর্মসূচির নাম: Supporting the Good Governance Programme

১.০ সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর কারিগরি সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন ''Supporting the Good Governance Programme'' শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারি খাতে দুর্নীতি প্রশমনে যথাযথ আইনি ও পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে দুর্নীতির ব্যাপকতা হ্রাসকরণের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এমনভাবে অর্জন করা যাতে বিনিয়োগের সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি হয় এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি জনগণের আস্থা স্থাপিত হয়। উক্ত প্রকল্পের সংশোধিত টিপিপি ২০১৩ অনুযায়ী মোট বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৭৬৩.৮৪ লক্ষ টাকা, তন্মধ্যে জুন ২০১৩ পর্যন্ত ব্যয় হয় ৭২৫.৪৯ লক্ষ টাকা।

২.০ প্রকল্প/কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

২.১ সরকারি খাতে দুর্নীতি প্রশমনে যথাযথ আইনি ও পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা ও সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে দুর্নীতির ব্যাপকতা হ্রাসকরণ;

২.২ সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা অর্জন করা ও বিনিয়োগের সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি; এবং

২.৩ সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি জনগণের আস্থা স্থাপন।

৩.০ প্রকল্প/কর্মসূচির মেয়াদ: নভেম্বর ২০০৭ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত (০৬ বছর ১০ মাস)।

৪.০ কম্পোনেন্টসমূহ: রাজস্ব :

৪.১ বেতন ও ভাতা ।

৪.২ সরবরাহ ও সেবা।

৪.৩ প্রশিক্ষণ।

৪.৪ ওয়ার্কশপ, সেমিনার, সম্মেলন।

৪.৫ পরামর্শক (দেশি-বিদেশি)।

৫.০ প্রকল্প/কর্মসূচির মোট বরাদ্দ ও ব্যয়:

সংশোধিত টিপিপি ২০১৩ অনুযায়ী প্রকল্পের মোট বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৭৬৩.৮৪ লক্ষ টাকা যার মধ্যে প্রকল্প সাহায্য ৬১২.১৫ লক্ষ টাকা এবং জিওবি বরাদ্দ ১৫১.৬৯ লক্ষ টাকা। জুন ২০১৩ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ৭২৫.৪৯ কোটি টাকা। ২০১৩-১৪ অর্থ- বছরের সংশোধিত এডিপিতে মোট জিওবি বরাদ্দ ছিল ২.০০ লক্ষ টাকা কিন্তু অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন ছিল না বিধায় জিওবি অর্থ সমর্পন করা হয়।

৫.১ ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে বরাদ্দ ও ব্যয়:

বরাদ্দ			ব্যয়		
মোট (লক্ষ টাকা)	জিওবি (লক্ষ টাকা)	প্রকল্প সাহায্য (লক্ষ টাকা)	মোট (লক্ষ টাকা)	জিওবি (লক্ষ টাকা)	প্রকল্প সাহায্য (লক্ষ টাকা)
০২.০০	০২.০০	-	-	-	-

* এডিবি কর্তৃক প্রকল্প সহায়তা খাতে পূর্বে বেশি ব্যয় করা হয়েছে।

৬.০ উপযুক্ত অবকাঠামো খাতসমূহ:

মূলধন: ৬.১ সম্পদ সংগ্রহ: (ক) কম্পিউটার ও এক্সেসরিজ; (খ) কম্পিউটার সফটওয়্যার।

৭.০ অর্থায়নের বৈশিষ্ট্য/উৎস:

কর্মসূচিটি এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ও বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত।

৮.০ প্রকল্প/কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও হালনাগাদ অবস্থা:

কর্মসূচিটির ৪৭টি Tranche Conditions -এর মধ্যে ৪৪টি ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। অবাস্তবায়িত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য কর্মসূচি বাস্তবায়নের মেয়াদ এবং ঋণের অর্থ ছাড়করণের মেয়াদ আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে এডিবি সম্মতি প্রদান করেছে।

(খ) প্রকল্প/কর্মসূচির নাম : 'Improving Public Administration and Services Delivery through E-Solutions: Improving GRS (Output-3)'.

১.০ সংক্ষিপ্ত বিবরণ : প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হল আ ন্তঃসেক্টর ই-সার্ভিস চালুকরণ ও গভর্ন্যান্স শক্তিশালীকরণ। প্রকল্পটির চারটি অংশ রয়েছে। তন্মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ অভিযোগ নিষ্পত্তি

ব্যবস্থা সংক্রান্ত অংশের বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসাবে কাজ করছে। অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা সংক্রান্ত পাঁচ বছর মেয়াদি কৌশলগত পরিকল্পনা এবং তিন বছর মেয়াদি বাস্তবায়ন কর্ম-পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হবে। নাগরিক সেবা উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি কর্মকা ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এই প্রকল্পে সহায়তা প্রদান করছে।

২.০ প্রকল্প/কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

এডিবি'র কারিগরি সহায়তায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে বাস্তবায়নাধীন 'Improving Public Administration and Services Delivery through E-Solutions: Improving GRS (Output-3)'-এর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়নে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং এ প্রক্রিয়ায় অন্যান্য মন্ত্রণালয় বিভাগকে সম্পৃক্ত করে সেবা প্রদানের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুশাসনের উন্নয়ন সাধন।

৩.০ প্রকল্প/কর্মসূচির মেয়াদ: জানুয়ারি ২০১৪-ডিসেম্বর ২০১৫ (০২বছর) ।

৪.০ কম্পোনেন্টসমূহ:

রাজস্ব:
৪.১ বেতন ও ভাতা ।
৪.২ সরবরাহ ও সেবা।
৪.৩ প্রশিক্ষণ।
৪.৪ ওয়ার্কশপ, সেমিনার, সম্মেলন।
৪.৫ পরামর্শক (দেশি-বিদেশি)।

৫.০ প্রকল্প/কর্মসূচির মোট বরাদ্দ: প্রকল্পের মোট বরাদ্দ ১৪৫.০২ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে জিওবি বরাদ্দ ১৭.০২ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১২৮.০২ লক্ষ টাকা।

৫.১ ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে বরাদ্দ রয়েছে ১৩২.০০ লক্ষ টাকা।
৫.২ ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরের বরাদ্দ ও ব্যয়:

বরাদ্দ			ব্যয়		
মোট (লক্ষ টাকা)	জিওবি (লক্ষ টাকা)	প্রকল্প সাহায্য (লক্ষ টাকা)	মোট (লক্ষ টাকা)	জিওবি (লক্ষ টাকা)	প্রকল্প সাহায্য (লক্ষ টাকা)
১৩২.০০	০৪.০০	১২৮.০০	০.৯৭	০.৯৭	এডিবি কর্তৃক ব্যয় হয়েছে

৬.০ উপযুক্ত অবকাঠামো খাতসমূহ:
মূলধন: নেই।

৭.০ অর্থায়নের বৈশিষ্ট্য/উৎস: কর্মসূচিটি এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত।

৮.০ প্রকল্প/কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও হালনাগাদ অবস্থা : এডিবি'র কারিগরি সহায়তায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে বাস্তবায়নাধীন 'Improving Public Administration and Services Delivery through E-Solutions: Improving GRS (Output-3)' প্রকল্পটি টিপিপি অনুযায়ী জানুয়ারি ২০১৪ থেকে শুরুর উল্লেখ থাকলেও বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয় মার্চ ২০১৪ থেকে। তাছাড়া

প্রকল্পটি সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ হওয়ায় অর্থ বিভাগের অনুমতি সাপেক্ষে অর্থ ছাড়করণে বিলম্ব হওয়ায় প্রকল্পের কার্যক্রম প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে।

(গ) প্রকল্প /কর্মসূচির নাম: Capacity Development of Cabinet Division

১.০ সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে বাস্তবায়নাধীন Capacity Development of Cabinet Division-এর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে মন্ত্রিপরিষ দ বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ই -সেবা মানোন্নয়ন এবং ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি -সম্পন্ন জনপ্রশাসনের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধিপূর্বক সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালন।

২.০ প্রকল্প/কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

২.১ সরকার ঘোষিত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' কর্মসূচির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আইসিটি ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ই -সেবার মানোন্নয়ন এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও মাঠ প্রশাসনের সঙ্গে দ্রুত ও কার্যকর সমন্বয় সাধন।

২.২ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আইসিটি যন্ত্রপাতির উন্নয়ন ও কম্পিউটার ল্যাবের উন্নয়নের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি।

২.৩ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সকল শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারীর স্ব-স্ব ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এ বিভাগের কাজের গুণগত ও পরিমাণগত সক্ষমতার উন্নতি।

৩.০ প্রকল্প/কর্মসূচির মেয়াদ: জানুয়ারি ২০১৩-ডিসেম্বর ২০১৪ (০২ বছর)।

৪.০ কম্পোনেন্টসমূহ:

৪.১ Hardware and Software Development

৪.২ Training

৪.৩ Seminar/Workshop

৫.০ প্রকল্প/কর্মসূচির মোট বরাদ্দ: ২২৪.৮৯ লক্ষ টাকা (রাজস্ব বাজেট)।

৫.১ ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে মোট বরাদ্দ ১৫৭.৭২ লক্ষ টাকা।

৫.২ ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে মোট ব্যয় ১৩৩.২৪ লক্ষ টাকা।

৬.০ উপযুক্ত অবকাঠামো খাতসমূহ:

সম্পদ সংগ্রহ:

(ক) ল্যাপটপ	২০টি
(খ) ডেস্কটপ	২০টি
(গ) লেজার প্রিন্টার	০৭টি
(ঘ) স্ক্যানার	১০টি
(ঙ) আসবাবপত্র	২০টি

৭.০ অর্থায়নের বৈশিষ্ট্য/উৎস: বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত। এ কর্মসূচিতে বিদেশি কোন অর্থায়ন নেই।

৮.০ প্রকল্প/কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও হালনাগাদ অবস্থা : কর্মসূচির ভৌত অগ্রগতি শতভাগ এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রায় ৭৫ ভাগ সম্পন্ন হয়।

বাঃসঃমুঃ-২০১৪/১৫-২৬৭৩ কম(সি-১)—১৫০ বই, ২০১৪।